মহাদুঃসাহসের কাহিনী

(ছোটোদের সচিত্র উপন্যাস)

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

মূল্য নয় আনা।

Published by
Şatya Ranjan Ghosh
57-A, College Street,
Calcutta.

Adopted from a foreign writer.

শ্রাবণ, ১৩৪৬.

Pages 25 to 104 Printed by Phani Bhusan Roy at the Prabartak Printing Works, 52/3, Bowbazar Street. Calcutta and pages 1 to 24 Printed by Gopi Nath Roy at the Sri Gopal Press, 33/A, Vivakananda Road, Calcutta.

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের

করকমলে—

বিনয়াবনত .

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

জুলাই, ১৯৩৯.

Estd :- 1327 (Bng)

—মহাদুঃসাহসের কাহিনী—

—শেলী—

শেলীর মা বিধবা। তিনি সহরের একটা খুব বড়ো এবং হাওয়া আলো যুক্ত বাড়ীতে থাকতেন। এঁকে সকলে মিসেস্ পিপ্‌লাই ব'লতো। সুতরাং আমাদের গল্পেও তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হবে।

একদিন শেলী পার্কে বেড়াতে গিয়ে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী ফিরে এলো। সুতরাং মেয়েটা জ্বরে পড়লো।

একদিন, দু'দিন ক'রে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। কিন্তু তবু জ্বর ছাড়'লো না। ডাক্তার ডাকা হ'লো। কিন্তু ডাক্তার মিসেস্ পিপ্‌লাইকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। না পারার কারণ ছিল। প্রথম কারণ, মিসেস্ পিপ্‌লাই এর পূর্ব্বে আর কখনও এ ডাক্তারকে বাড়ীতে ডাকেন নি। দ্বিতীয় কারণ, ডাক্তার মিসেস্ পিপ্‌লাইয়ের কোনো একটা অসৎ-ব্যবহারে হাড়ে-হাড়ে চোটে গিয়েছিল।

ডাক্তার ডাকাই সার হ'লো, ডাক্তার এলো না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, মিসেস্ পিপ্‌লাই সেইদিন একটা

কুৎসিত পোষাক পরা আধাবয়েসী স্ত্রীলোককে তাঁর মেয়ের রোগশয্যার পাশে দেখলেন। এই স্ত্রীলোকটা কী ক'রে যে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ-লাভ ক'রলো তা' তিনি ভেবে পেলেন না। মিসেস্ পিপ্‌লাই কিস্তু-মিস্তু হ'য়ে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন তুমি কে হে বাপু? এখানে তোমার দরকার কি? তখন তিনি কোনো জবাব পেলেন না। জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, সেই স্ত্রীলোকটা মিসেস্ পিপ্‌লাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে এমন ভঙ্গিমা ক'রে নাক সিঁট্‌কে ঘোড়ার মতন শব্দ ক'রলেন যে, মিসেস্ পিপ্‌লাই ঘৃণায় আর একটাও কথা ব'ল্‌লেন না। তাকে তাড়িয়েও দিলেন না। শুধু রেগে গোঁ-গোঁ ক'রতে ক'রতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু প্রায় আধঘণ্টার পর ফিরে এসে দেখেন সেই স্ত্রীলোকটা এবং শেলী নিরুদ্দেশ হ'য়েছে।

এমনি ঘটনা আরো দু' একটা হ'য়ে গিয়েছে। এই নিয়ে খপরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে 'অমুকের নিরুদ্দেশ' ছাপা হ'য়েছে, ও সহরে একটা বেশ চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। কিন্তু চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার কাজ হতো না কিছুই।

মিসেস্ পিপ্‌লাই মেয়ের শোকে মুহ্যমান হ'য়ে তিন সপ্তাহ কাটালেন। এর ফলে এই হ'লো যে, তিনি এতোই সুন্দরী হ'য়ে উঠলেন যে, স্যার সামুক্ সিংহী তাঁর সৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিয়ে ক'রে ফেললেন। মিসেস্ পিপ্লাইয়ের এখন সুখ, ঐশ্বর্য্য আর ধরেনা।

শেলীর খোঁজ-খপর পাওয়া গেল না। পাবার চেষ্টাই বা ক'রলে কে?

—অরিন্দম—

অরিন্দম ছেলেটা ভারী এক গুঁয়ে। শেলীর চেয়ে ছ' চার বছরের বড়ো। কিন্তু এই ছেলেটি অনেকেরই উত্তেজনার এবং বিরক্তির কারণ হ'য়েছিল। আরো দশজন ছেলে, তার মতো সমান ওজন আর সাইজ যাদের, তারা ওর মতো নয়।

অরিন্দম যখন প্রথম আসে, তখন সে তিলমাত্রও একগুঁয়ে ছিল না। অরিন্দমের বাপ, সার্কাসে ঘোড়ার খেলা দেখাতেন। ছেলেকে একজন পাকা সার্কাস-খেলোয়াড় ক'রে তোলবার জন্মে নিজের হাতে বহু আশ্চর্য্যজনক খেলা শিখিয়েছিলেন। সার্কাস-খেলোয়াড়ের ছেলে যে সার্কাস-খেলোয়াড় হবার বিশেষ সুবিধা পাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাপের ইচ্ছা ছিল এই যে, তাঁর ছেলে সার্কাসে নৈপুণ্য-পূর্ণ খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তাঁর সংসারকে সাহায্য ক'রবে। সংসার ব'লতে কেবল তার বাপই। কারণ, তার মা' বহু আগেই গত হ'য়েছে।

বাপ যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন, ততক্ষণ ছেলেকে নানারকম শক্তশক্ত খেলা শেখাতেন। এই খেলা শিখতে ছেলেটার ভারী কষ্ট হ'তো। কিন্তু তার বাপ এমনি লোক যে, ছেলের কোনো কষ্টই বুঝতে চাইতেন না। নিজে দুর্দান্ত মাতাল ছিলেন। সার্কাস পার্টি থেকে যে টাকা উপায় ক'র্‌তেন তার এক পয়সাও রাখতে পারতেন না। অরিন্দম তার বাপের এই কাণ্ডজ্ঞান দেখেও একবারো কোনো অভিযোগ ক'রতো না। নিজের ভারী কষ্টতেও মুখ ফুটে বলেনি যে, তার কষ্ট হ'চ্ছে। তার ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে তার মতো ছোটো ছোটো ছেলেরা এই জগতে তাদের বাপের দ্বারা খালি উৎপীড়িত হ'য়েই থাকে।

কিন্তু একটা অতি অদ্ভুত আকস্মিক ঘটনায় সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেল। অরিন্দম তার বাপের দেখানো জিম্‌নাষ্টিক্সের কৌশলগুলি অভ্যাস করবার সময় এমন জগাখিচুড়া পাকিয়ে সব গোলমাল ক'রে বসলো যে, তার বাপ একটা এইসামোটা, লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন তার দিকে। লাঠিটা তার পিঠে পড়ে পড়ে, এমনি সময় হঠাৎ একটি অত্যন্ত কড়া মেজাজের আধাবয়েসী মহিলা ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে এলো। এই মহিলাটিকে ছেলেটা আরো বারকতক ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় তার বাপের সঙ্গে দেখেছিল। মাটিতে একটা লোহার ডাণ্ডা পড়েছিল। মহিলাটি সেই ডাণ্ডা তুলে নিয়ে

খুব জোরে বসিয়ে দিল অরিন্দমের বাপের মাথায়। তারপর, তারপর দেখা গেল, বাপ ঢলে পড়লেন মাটিতে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান।

এই অবসরে ছেলে দিলে ছুট। বাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হয়তো।

এইখানে তোমাদের একটা, একটু আশ্চর্য্যজনক মহিলার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ব'লে রাখবো। তার নাম মিস্ জগদা। এই মহিলাটী একটি সম্প্রদায়ের কর্ত্রী। এটি সে নিজে হ'তে গ'ড়েছিল। এর কাজ হ'লো—যাদের ঘরে বেশী, অর্থাৎ দরকারের অতিরিক্ত ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের কেড়ে নিয়ে আসা। যে সমস্ত মহিলাদের ছেলেমেয়ের বালাই ছিল না, তাদের সঙ্গে এই মহিলাটির ভারী মেলামেশা এবং প্রীতি দেখা যায়। ঐ সকল মহিলা-দের নিয়ে তার সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত। ছেলেমেয়েদের চুরি করার জন্যে অনেকসময় এই আশ্চর্য্য নারীটিকে পুলিশ আদালতে দেখা যেত। অনেকে একে দেখলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। শুধু যে জোর ক'রে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হতো, তা' নয়। যেসব বাপ মা' তাদের ছেলে মেয়েদের দূরে রাখতে পারলেই বাঁচে, এবং যেসব ছেলে মেয়েরা তাদের বাপমাদের কাছ থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় যেতে চাইতো তাদের এই মহিলাটি নিয়ে আসতো একটা

বিস্তীর্ণমুখ সাগরের কাছে। এখানকার গুণ এই ছিল যে, যে সব ছেলেমেয়েরা একবার চ'লে আসতো, তারা আর ফিরে যেতে পারতোনা তাদের বাপ মা' বা অভিভাবকদের কাছে; এবং তাদের বাপ মা' অভিভাবকদের সঙ্গে থাকবার সময় যে-যে ঘটনা ঘ'টে ছিল, সে-সব ঘটনা তারা একেবারেই ভুলে যেত।

মিস্ জগদার সোসাইটীর আর একটা কাজ ছিল। সেটা হ'চ্ছে এই যে, যাদের আদৌ ছেলেপুলে ছিলনা তাদের সেই রকম শিশুকে দিয়ে দেওয়া হতো।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কি সৌভাগ্য বশতঃ অরিন্দম এবং শেলী মিস্ জগদার অধীনে এসে পড়লো ব'লতে পারিনা। তবে এ'টুকু সহজেই বলা যায় যে, এরা দু'জনে এখানে বেশ সুখেই দিন কাটাতে সুরু ক'রলো, এদের পূর্ব্বদিনের কোনো কষ্টই আর মনে পড়েনা। বর্ত্তমান নিয়ে এরা ব্যস্ত। এরা দুজনে একত্র খাওয়া দাওয়া করে, একত্র খেলা করে। এদের এক-জনের অন্তরের কথা আর একজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনা। দু'টি যেনো একপ্রাণ। একজন কিছু জিনিষ পেলে আর একজনকে এর অংশ না দিয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু একদিকে যেমন অটুট ভালোবাসা, স্নেহ—তেমনি আবার অরিন্দম এবং শেলীর মধ্যে বিবাদ হতো। এই বিবাদ থেকে মারামারি লেগে যেতো। এ ওকে চুলধরে টানে, আর

একজন শক্তিতে না পেরে অরিন্দমের হাত, মুখ কামড়ে খিম্‌চে একাকার ক'রে দেয়। শেষে হু'জনে হু'দিকে চলে যায়। বসে বসে কাঁদেনা কিন্তু। তারপর দেখা যায়, একজন আর একজনের জন্যে ভারী উসখুশ্‌ করে। শেলী আসে পা'টিপে টিপে। দাঁড়ায় অরিন্দমের মাথার কাছে। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুল'য়। তারপর রাগ যায় উবে। আবার ভাব হয়, আবার তারা হাসে, খেলা করে।

কিন্তু একদিন অরিন্দম এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলো যে, তাই নিয়ে মিস্ জগদার সোসাইটীতে ভয়ানক আন্দোলন সুরু হ'লো। একেই অরিন্দম সাহসী এবং একরোখা ধাতের ছেলে। মাঝেমাঝে তার মাথায় হুষ্টুমি বুদ্ধি খেলতো। জগদার আস্তানার ঠিক ধার ঘেঁষে যে উপসাগর চলে গিয়েছে তাকে সকলে মিস্ জগদা-সাগর ব'লতো। এখানে বামনের মতো ছোটো ছোটো মানুষদের একখানা জাহাজ জলে ভাসছিল। এদের দলের কর্ত্তার নাম সিংহনাদ। তা' ব্যাপার হ'লো এই যে, অরিন্দম শেলী এবং কুকুর টাইগার চুপি-চুপি গিয়ে জাহাজের একটা স্থানে লুকিয়ে রইলো। তারা খানিকক্ষণ পরে দেখলে, তিন চার জন বেঁটে বেঁটে খালাশী রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে গরুর ঠ্যাং চিবোচ্ছে আর গল্প ক'র্‌ছে। হঠাৎ অরিন্দমের মাথায় বুদ্ধি গজালো। হয়তো আগে থেকেই ও মতলবটা ঠাওরে রেখেছিল।

দু'জনে এবং কুকুরটা আস্তে-আস্তে তাদের পেছনে এসে দাঁড়ালো এমন ভাবে, যাতে তারা এদের দেখতে পেলে না। খালাশী গুলো এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যে একটা ধাক্কা দিলেই তারা জলে প'ড়ে যাবে। হঠাৎ অরিন্দম দৌড়ে এসে একটাকে দিলে খুব জোরে ধাক্কা। ছেলেটার গায়ে বেশ শক্তি। খালাশীটা উল্টে, ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে প'ড়লো জলের ওপর। তারপর আর একটা ধাক্কা, আর একটা ধাক্কা। তারপর তিনটেতে মিলে দে' ছুট।

অনেক দূরে গিয়ে অরিন্দম আর শেলী থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখলে, তিনটে খালাশী জল থেকে জাহাজে উঠ্‌ছে।

এই সংবাদটা গিয়ে পৌঁছুলো জগদার কানে। মিটিং বসলো। কে সাজা পাবে? দু' একজন ব'ল্‌লেন, ছেলেটাকে আচ্ছা ক'রে প্রহার ক'রে ছেড়ে দাও। জগদা কিন্তু এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রলেন না। তিনি ব'ল্‌লেন প্রহার ক'রলে ছেলেটা 'মার' ঘেঁসা হ'য়ে যাবে। তা'ছাড়া এতে ছেলের তেজ দমে যাবে।

যাইহোক অনেক জল্পনা কল্পনার পর স্থির হ'লো, যদিও মেয়েটা তার সঙ্গে ছিল, তবুও এবারকার মতো ওকে রেহাই দেওয়া হোক্। কিন্তু ছেলেটার ওপর এই শাস্তি দেওয়া ঠিক হ'লো যে, তাকে খুব উঁচু একটা চূড়াওয়ালা বাড়ীর একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হবে। খেতে তাকে দেওয়া হবে, একখানি রুটি আর জল—ব্যস্।

এই চূড়া-ওয়ালা বাড়ীটা যেমন অন্ধকার তেমনি বিশ্রী। আলো, বাতাস প্রবেশ ক'রতে পারে না। একটা ঘর সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে। আর এই ঘরখানা ঠিক জেলখানার মতো। জগদা অনেক ভেবেচিন্তে এটি তৈরী করিয়ে ছিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর কারবার। তাদের দৌরাত্ম্য যাতে না বাড়ে, তারই জন্যে এটা তৈরী করান হয়।

সূর্য্য বেশী উঁচুতে ওঠেনি। চূড়া-ওয়ালা বাড়ীটার খোলা জানালায় অরিন্দম ব'সে আছে। তার হাত দু'টো আছে দু' পকেটে। পা' দু'টো তার বাইরের দিকে ঝুলে প'ড়েছে। আর তাই সে অসন্তুষ্ট মনে মাঝে-মাঝে দোলাচ্ছে। তার পেছনে মেঝের ওপরে কাগজে মোড়া এক টুক্‌রো শুষ্ক রুটি, এবং এক কলসী ঠাণ্ডা জল রয়েছে। এ'ছাড়া একখানা বেঞ্চিও আছে। তার মাথার উপরে নীল আকাশ, চোখের সামনে সবুজ ঘাস এবং বন। নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো, ওপর থেকে এর পরিমাণ প্রায় দশ, এগার ফিট্ হবে।

হঠাৎ ছেলেটা শুনতে পেলে কতকগুলি বিশ্রী শব্দ। কিচ্-মিচ্, কিচির-মিচির। চারদিকে চেয়ে সে দেখ্‌লে চাম্‌চিকে, বাদুড় আর পেঁচা একবার এদিক একবার ওদিক ক'র্‌ছে ঘরের মধ্যে। তার কাছে একটা ছোটো বাঁশী ছিল সময়ে-অসময়ে সে সেই বাঁশীর সঙ্কেতে শেলীকে ডাকতো।

আজো বাঁশী শুনে শেলী এবং তাদের কুকুরটা ছুটে এলো এদিকে।

—অরিদা'। তুমি কি ওপরে একা র'য়েছো? শেলী করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে।

—হ্যাঁ শেলী! আমি এখানে একেবারেই একা। বড়ো বিশ্রী লাগছে। কষ্ট হ'চ্ছে। আমার রুটি ছাড়া আর কিছু খাবার নেই।

—চেয়ে দেখো অরিদা', আমাদের কুকুরটা তোমাকে না দেখতে পেয়ে কি রকম বিশ্রী হ'য়ে গেছে। এই ব'লে শেলী টাইগারকে একটু তুলে ধ'রলে। টাইগার তাকে দেখে দুঃখে এবং বেদনায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। এক পরে ব'ল্লে অরিদা', শুন্‌ছো—তোমার জন্যে আমি একটা জিনিষ এনেছি।

এই ব'লে সে টাইগারকে নামিয়ে রেখে একখানা রুমাল বার ক'রলে। তার ভেতর থেকে দু'টী পেয়ারা, কয়েক টুক্‌রো ভালো রুটি এবং গোটা দুই নাসপাতি বার ক'রে তাকে দেখালো। তারপর আবার সেগুলি রুমালে বেঁধে তার দিকে খুব জোরে ছুঁড়ে দিলে। অরিন্দম ভারী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে রুমালখানা খপ্‌ ক'রে লুপে নিলে।

মুখে তার হাসি।

—ও অরিদা' তোমাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, তুমি একজন রাজপুত্তুর—বন্দী হ'য়ে আছো।

পেয়ারা চিবোতে চিবোতে অরিন্দম ব'ল্লে, দুঃখের বিষয় শেলী আমার লম্বা লম্বা চুল নেই, ভালো পোষাক নেই আর নেই তলোয়ার। ব'ল্লে, আচ্ছা—শেলী, আমাকে ওরা কখন মুক্তি দেবে ?

—জগদা ব'লেছেন, যখন রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে প'ড়বে তখন তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেবেন।

চিবোনো স্থগিদ্ রেখে অরিন্দম ব'ল্লে, ওরে বাবারে ! সে যে অনেক দেরী। না না শেলী, আমি অতক্ষণ থাকতে পারবো না। আমি এখুনি পালাবো।

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অরিন্দম হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নীচের দিকে চেয়ে মাটিতে লাফিয়ে প'ড়বার উপক্রম ক'রতে লাগলো।

এই না দেখে শেলী নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, অরিদা', ও কি ক'রছো ? লাফিও না, প'ড়ে মারা যাবে যে !

— না না মরবো না। অতো সস্তা 'জান' আমার নয়। ব'ল্লে, একটা মতলব ঠাওরেছি, তুমি আমাকে একগাছা লম্বা শক্ত দড়ি এনে দাও দেখি। তোমাকে একটা মজা দেখাবো। দেখো, তুমি যদি দড়ি এনে না দাও, তবে এখান থেকে আমি লাফ দেবো।

—না না, লাফ দিওনা। আমি দড়ি আনছি। শেলী

এই ব'লে দৌড় দিলে, এবং মিনিট কতক পরে একগাছা বড়ো এবং শক্ত দড়ি নিয়ে হাজির হ'লো।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো, এই দড়িটা কী ক'রে অরিন্দমের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। অনেক ভেবে চিন্তে মেয়েটা

ঠিক ক'রলে একটা উপায়। অরিন্দমকে একটুখানি অপেক্ষা ক'রতে ব'লে সে আবার দৌড় দিলে এবং খানিকক্ষণ পরে

একটা সাদা বেড়াল নিয়ে এলো। এটার গলায় দড়িটা বেঁধে সে একটা চিৎকার দিতেই বেড়ালটা ওপর দিকে মারলে লাফ। অরিন্দম ঠিক ছিল। টপ্ ক'রে বেড়ালটাকে ধ'রে ফেল্লে। তারপর ওর গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে ঘরে যে ভারী বেঞ্চিখানা ছিল, তার পায়ার সঙ্গে বেশ ক'রে বাঁধলো। বেঁধে বেঞ্চিটাকে বহু কষ্টে টেনে এনে জানলাটার ফ্রেমের সঙ্গে দিলে আট্কিয়ে।

অরিন্দম এর পরেই দড়িটাকে নীচের দিকে নামিয়ে দিলে আর বেড়ালটাকে নিয়ে দড়িবেয়ে নীচে নামতে লাগলো।

সে নামতেই টাইগার ল্যাজ নেড়ে তার পা' চাটতে লাগলো।

শেলী ভারী খুশী আর আশ্চর্য্য হলো। সে অরিন্দমের গলা জড়িয়ে ধরে ব'ল্লে, অরিদা' তুমি সত্যি ভারী সাহসী। ঠিক বানরের মতো পরিষ্কার ভাবে তুমি নেমে এলে। তোমার ল্যাজ নেই এই যা' দুঃখ। এক কাজ করোনা এই দড়িটা তোমার পেছনে লাগিয়ে দি' না?

অরিন্দম হাসতে হাসতে ব'ল্লে, খুব ঠাট্টা হয়েছে! কিন্তু এখানে আর না—আমাদের এখুনি পালাতে হবে।

শেলী আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, সেকি? পালাবো কেন আমরা?

—কেউ যে আমাকে আবার বন্ধ ক'রে রাখবে, তা আমি কোনো মতেই চাইনে। আমি বামনের দেশে তাদের দেখতে

যাবো, তোমাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে, টাইগারও আমার সঙ্গে আসবে।

—তুমি কি ব'লছো? পাগল নাকি তুমি? হাজার হাজার মাইল যে যেতে হবে। তা' ছাড়া তুমি জান'না কোন্ পথে গেলে সে দেশে যাওয়া যায়।

—হ্যাঁ আমি জানি। ওই দিকে সোজা গিয়ে বাঁদিকে ফিরে বরাবর যাবো। তারপর বাঁদিকে, ডানদিকে আবার সোজা, আবার ডানদিকে। হেঃ! কতোটুকুইবা পথ। নাও নাও আর দেরী ক'রোনা।

শেলী একটু দমে গিয়ে বল্লে, কিন্তু পরে আমাদের

কি অবস্থা হবে? জগদামাসী যখন সব জান'বে তখন?

—ঘোড়ার ডিম হবে। যা' হবার তা' হবে। কিন্তু দেখো এটা একটা কতো বড়ো এ্যাডভেঞ্চার হবে আমাদের। আরও, ছেলেরা আমাদের কতো সাহসী আর বীর ভাববে। এসো এসো এতে ভারী আনন্দ আছে, শেলী, ব'লতে ব'লতে অরিন্দম শেলীর একখানা হাত ধ'রে ছুটতে সুরু ক'রলো। টাইগার তাদের অনুসরণ ক'রতে লাগলো।

—বন্যভুমি—

ছুটতে ছুটতে তারা বনের মধ্যে এলো। এই বনটা বেশ গভীর ও নির্জ্জন, এবং সূর্য্যকিরণ অল্প ভাবেই এখানে আসে চারদিকে কেবল বড়ো বড়ো গাছ মাথা খাড়া ক'রে আছে। মাথার ওপর সূর্য্য আছে, কিন্তু এই বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে সূর্য্যের রশ্মি আটকে পড়েছে। তাতে বনটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। তবে মাঝে-মাঝে যেখানে গাছের সারি কম এবং গাছগুলো ছোটো সেইখানে, ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। সূর্য্যের কিরণ এই ভাবে স্থানে-স্থানে নরম ঘাসের ওপর এসে পড়েছে। আর তাতেও ঘাসগুলো বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। কুকুরটার জিব এতোখানি বেরিয়ে পড়েছে। সেও ভারী হাঁপাচ্ছে। শেলী বহু কষ্টে বল্লে, অরিদা' আর পারছিনে! এসো এখানে একটু ব'সে বিশ্রাম নি।

হু'জনে পাশাপাশি ব'সলো। টাইগার তাদের সামনে শুয়ে পড়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। শেলী বল্লে, ভারী ক্ষিধে পেয়েছে। দেখোদেখি তোমার জন্যে কতো কষ্ট ভোগ ক'রতে হচ্ছে। জগদামাসীর ওখান থেকে পালিয়ে না এলেই ভালো ছিল। তুমি আচ্ছা পাজি। কেন বাপু, কাল সকালেই তো ছাড়াপেতে ঘর থেকে।

অরিন্দম নিজের পকেট থেকে সেই রুমালখানা বার ক'র্লে। এর ভেতর তখনও কিছু খাদ্য ছিল। শেলী ও টাইগারকে আহার্য্য দিয়ে বল্লে, শেলী ভয় পাচ্ছ কেন? যদিও আমাদের বিপদের মধ্যে যেতে হবে, তবুও আমরা কতো স্বাধীন দেখো দেখি। আমাদের শাসনে রাখবার কেউ নাই, গালি দেবার, চোখ রাঙ্গাবার আর যাতা ব্যবহার করার কেউ নেই। আমরা কেমন স্বাধীন, কেমন বনে-বনে ঘুরে বেড়াবো, কেমন ফলমূল খাবো, যা ইচ্ছে তাই ক'রবো। আমাদের ওপর কর্ত্তাত্তি করার কেউ নাই কেমন মজা বলতো?

কিছুক্ষণ-পর আবার তারা উঠে দাঁড়ালো। খানিকদূর গিয়ে, আমার ভয়ানক পা' ব্যথা ক'রছে, ব'লে শেলী ব'সে প'ড়্লো।

অরিন্দমকে ও টাইগারকে বাধ্য হ'য়ে থামতে হ'লো। এদিক-ওদিক চেয়ে অরিন্দম গাছে উঠে চারদিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলো, যদি কিছু উল্লেখযোগ্য সে দেখতে পায়। কিন্তু সে তেমন কিছু দেখতে পেলে না। শুধু দেখলে, বহুদূরে একটা রক্তবর্ণচ্ছটা—এটাকে সে সূর্য্যাস্তের রূপ ব'লে কিম্বা কেউ আগুন জ্বালছে ব'লে ধ'রে নিলে। কিন্তু শেলীর এসবে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। দিনের শেষ হ'য়ে এলো। তার এখন চিন্তা, কি খাবে, আর কোথায় শোবে। এই বনের মধ্যে কতো হিংস্র-জানোয়ার আছে। তারা নিশ্চয়ই রাত্রি হ'লে শিকারে বেরুবে। হায়-হায়, কি কুক্ষণে সে এই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল! শেষে বাঘ ভাল্লুকের মুখে প্রাণটা যাবে!

শেলী কাঁদ্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

কিন্তু অরিন্দমের একটুও ভয় নাই, ভাবনা নেই। কি তুর্দ্দান্ত ছেলেরে বাবা! সে শেলীকে কাঁদতে দেখে আনন্দ উপভোগ ক'রতে লাগলো। যাতে তার আরো ভয় হয় সেই জন্যে, সে ভূত-প্রেত, দানব-দৈত্যের কথা ব'লতে লাগলো। এতে শেলীর কিন্তু কান্না থেমে গেলো। সে

অরিন্দমের মুখটা চেপে ধ'রে ব'ল্লে দোহাই অরিদা' তোমার পায়ে প'ড়ি, আর ওসব কথা মুখে এনো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা আর ব'লবো না। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? হঠাৎ অরিন্দম এই কথা ব'লে থেমে গেলো। খস্-খস্ ক'রে কিসের শব্দ হ'তে লাগলো। শব্দটা আস্তে-আস্তে কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। অরিন্দম একহাতে শেলীকে আগ্‌লে অপরহাতে তার প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা ছুরি বার ক'রে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে রইলো। টাইগার তার কান দু'টো আর শরীরটা ফুলিয়ে তুল্‌লে।

কিন্তু ভারী অবাক কাণ্ড! তোমরা অন্যান্য গল্পে শুনেছো যে ভাল্লুক মানুষকে আক্রমণ ক'রে থাকে; কিন্তু আমাদের এই গল্পে ভাল্লুকটার প্রবৃত্তির বিশেষ প্রভেদ দেখা গেলো। হয়তো বা অরিন্দম আর শেলীর ভাগ্য ভালো ছিল। তা' না হ'লে ভাল্লুকটা ওদের কিছু না ব'লে বেশ পোষা কুকুরের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে এসে তাদের মাঝখানে শুয়ে প'ড়লো কেন? ওরা দু'জনে ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ভয়টা গেলো কেটে। যাক্ এই নূতন বন্ধুকে এই নির্জ্জন বনে পেয়ে তাদের সাহস বাড়্‌লো।

রাত্রি হ'য়ে এলো গভীর। অরিন্দম, শেলী, কুকুর টাইগার এবং নূতন বন্ধুটি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে প'ড়লো।

পরের দিন ভোরবেলায় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা

গেলো, চারদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। ওদের শীত ক'র্তে লাগলো ভারী! শেলীর মুখের দিকে চেয়ে বোঝা যায়, সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু অরিন্দমের সেসব কিছুই দেখা গেলো না। সে বেশ প্রফুল্লিত মনে শরীর গরম করবার জন্যে ঘাসের ওপর উপুড় হ'য়ে দু'টো হাত রেখে খুব জোরে এবং তাড়াতাড়ি ডন্ মারতে লাগলো। এই রকম প্রায় মিনিট দশ কসরৎ করার পর তার জড়তা গেলো কেটে। শেলীকে খুব খানিকটা হাত ধ'রে ঠেলাঠেলি করবার পর শেলীরও জড়তা এবং শীত ভাবটা একটু কেটে গেলো।

এখন খাবার দরকার। জাম ছাড়া আর কিছু তারা দেখতে পেলে না। জাম খাবার কোনো ইচ্ছাই অরিন্দম আর শেলীর হ'লোনা। কিন্তু এদের নূতন বন্ধুটি পেট পূ'রে জাম খেয়ে নিলে।

—ভাল্লুকের পিঠে—

ভাল্লুকটা যেন ওদের পোষা। ভারী নিরীহ প্রকৃতির। অরিন্দম, শেলী এবং টাইগারকে ওর ওপর দিলে বসিয়ে। ভাল্লুক ধীরে ধীরে চ'লতে লাগলো। অরিন্দম চ'ল্লো, তাদের পেছু-পেছু। এই রকম ক'রে অনেকটা পথ তারা

পার হ'লো। কিন্তু হঠাৎ ভাল্লুকটা অল্পদূরে একটা

গাছ দেখতে পেলে। এই গাছের ভেতর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে আসছিল। এই গাছে মৌমাছির 'মধু-চাক' ছিল আর কি! ভাল্লুকটার গতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে শেলী পিঠ থেকে প'ড়ে গেলো মাটিতে। ওকে প'ড়ে যেতে দেখে টাইগারও লাফিয়ে মাটিতে দাঁড়ালো।

তার একটু পরে দেখা গেলো—ভাল্লুকটা গাছের পচা অংশটা ছিঁড়ে ফেল্‌ছে, মধু পান করার জন্যে। যেই না এই করা, আর যায় কোথায়। লাখে-লাখে মৌমাছি এসে ভয়ানক রাগতঃ-ভাবে চতুর্দ্দিকে উড়ে বেড়াতে লাগলো। অরিন্দম শেলীর হাত ধ'রে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে গেলো। তারা দূর থেকে মৌমাছির গান এবং ভাল্লুকের চীৎকার শুনতে পেলে। তার এই চীৎকার আনন্দের, কি দুঃখের, কি বেদনার—বোঝা শক্ত। শেলী ব'ল্লে, ভাল্লুকের গায়ে মৌমাছির দংশনে কিছুই হয় না। কেবল তার নাকের ডগায় যদি মৌমাছি কামড়ায় তবে তার যন্ত্রণা হয়।

এই নূতন বন্ধুকে ছেড়ে তারা টাইগারকে সঙ্গে ক'রে আরো অনেকদূর এগিয়ে গেলো। দেখতে দেখতে কুয়াসা গেলো কেটে, আর সূর্য্য উঠ্‌লো আকাশে। গাছের ডাল আর পাতার ভেতর দিয়ে সূর্য্য-রশ্মি এসে কিছু কিছু তাদের গায়ে প'ড়তে লাগলো। কিন্তু আর না-খেয়ে থাকা যায় না। শুধু শেলী কেন, অরিন্দম,—যে একটুতে কেন, বহু কষ্টেও দমে না, সেও ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে প'ড়লো। হঠাৎ তারা কাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। তারা বামনদের বেঁটে-গোবিন্দকে বন্যভূমির একটা উঁচু জায়গা থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে।

—বেঁটে-গোবিন্দ—

এই বেঁটে-গোবিন্দকে অরিন্দম আর শেলী চিন্‌তো। কারণ, সে জগদার কাছে মাঝে মাঝে কি সব কাজের জন্য আসতো। তাই থেকে ওর সঙ্গে ওদের বেশ একটু জানাশোনা এবং ভালোবাসা হ'য়েছিল।

বেঁটে-গোবিন্দ প্রায় সকলের কাছে দায়িত্বশূন্য বামন ব'লে পরিগণিত হ'তো। কোনো কাজ তার ওপর নির্ভর ক'রে রাখার ভরসা কারুর হ'তো না। বেঁটে-গোবিন্দ নিজেকে একজন খুব ভালো কুমোর ব'লে প্রায় সকলের কাছে গর্ব্ব ক'রতো। এবং জগদার সোসাইটী তে যাতে জগদা তার কাছ থেকে পাত্র ইত্যাদি মাটির জিনিষ নেয়,তার জন্যে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা, অনুনয় ক'রতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন মাটির পাত্র গড়া হ'তো তখন দেখা যেতো,কোনো ধারণাই বেঁটে-গোবিন্দর নেই, এই কুমোরের কার্য্যের সম্বন্ধে। সুতরাং জগদা মাসী স্পষ্ট তাকে ব'লে দিয়েছিলেন যে, ও একটা আস্তো 'জো-চ্চোর'। এ'কথা সে অন্তরে মেনে নিয়েছিল। কারণ মানুষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা সে পছন্দ ক'রতো না আদৌ! তারপর, দিন-দুইয়ের মধ্যেই এই বেঁটে-গোবিন্দ গেলো সিংহনাদের দলে। কিন্তু সেখান থেকেও সে এলো চ'লে এবং বঙ্গভূমির শেষে একটা সহরে একখানা বাড়ীর মাত্র একখানা ঘর আর একখানা রান্নাঘর নিয়ে বাস

ক'রতে সুরু ক'রলে। ওর পিঠে একটা ধনুক, তূণেভরা বাণ এককাঁধে ঝুল্‌তো। ওর গায়ে জোর বেশ।

অরিন্দম এবং শেলী তাকে আনন্দে অভিবাদন জানালো। তিনজনে হাত ধরাধরি ক'রে গোল হ'য়ে খানিকক্ষণ খুব নাচলে। ক্ষিধে গেলো বেড়ে। রক্ষে যে, এই বেঁটে-গোবিন্দ আপনা থেকেই ওদের জিজ্ঞাসা ক'রলে, ওদের প্রাতঃ-ভোজনের জন্যে কিছু খাদ্য আছে কি না। তারা যখন ঘাড় নেড়ে জানালে যে, তাদের খাবার কিছু নেই—তখন বেঁটে গোবিন্দ তার জামা হ'তে গমের কেক্ বের ক'র্লে, তারপর আগুন জেলে একটা পাত্র তূণের ভেতর থেকে বার ক'রে সেগুলি গরম ক'রতে লাগলো। গরম করা শেষ হ'লে তারা সকলে, মায় টাইগার পর্য্যন্ত, বেশ ভালো করে প্রাতঃভোজন শেষ ক'রলে।

বেঁটে-গোবিন্দ যখন জান্‌তে পারলে যে, অরিন্দম ও শেলী পালিয়ে এসেছে জগদা মাসীর খপ্পর থেকে, তখন সে বিশেষ খুশী হ'লো। তাদের এই বয়সে এই রকম সাহস দরকার। ও ব'ল্লে, তোমরা ভাগ্যবান যে, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'য়ে গেলো। কারণ, তোমরা একা থাকলে খালি বনে-বনেই ঘুরে বেড়াতে, সহরের মুখ দেখতে পেতে না। তা'ছাড়া, এই বনের মধ্যে অনেক রকম হিংস্র—জানোয়ার আছে। তারা কখন বেরিয়ে, কখন যে মানুষের সর্ব্বনাশ

করে, তার ঠিক নেই।

বেশ তাজা হ'য়ে অরিন্দম, শেলী আর টাইগার আবার চলা সুরু ক'রলে। বেঁটে-গোবিন্দ, গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে সোজা রাস্তা দেখিয়ে তাদের আগে-আগে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে শেলীকে কোলে ক'রে বন্ধুর পথগুলি পার ক'রিয়ে দিচ্ছিল।

চলা আর শেষ হ'তে চায় না! অরিন্দম, শেলী এবং টাইগার ভারী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। বেঁটে-গোবিন্দ শেলীকে পিঠের উপর চড়িয়ে পথ চ'লতে লাগলো। অরিন্দম কুকুরটাকে কাঁধে তুলে নিলে। কারণ, এই ভ্রমণে টাইগারের পায়ের পাতা ফেটে গিয়েছিল, আর তা' থেকে প্রচুর রক্ত গড়িয়ে প'ড়ছিল।

তারা যখন মনে ক'রছিল—তাদের এই চলা আর কি শেষ হবেনা—ঠিক সেই সময় তারা দেখতে পেলে একটা উঁচু চূড়া। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, ঐ সহর দেখা যাচ্ছে। আমরা সহরে এসে প'ড়্লাম ব'লে।

—সহরের পথে অরিন্দম আর শেলী—

বামনের দেশে এর আগে আর কোনো কিশোর-কিশোরী দেখা যায় নি। অরিন্দম আর শেলী সর্ব্বপ্রথম। সুতরাং এদের আগমনে সহরের মধ্যে একটা বেশ সোরগোল প'ড়ে গেলো।

দলে দলে বামনরা পথে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো—তাদের দেখবার জন্যে। যারা পথে বেরুলো না, তারা ছাদে, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

কতকগুলি বামন বাজনা-বাদ্যি ক'রে আগে আগে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো এবং এদের পেছনে বেঁটে-গোবিন্দ, ও এর পেছনে অরিন্দম আর শেলী। সকলে চীৎকার ক'রে ব'ল্‌ছে—ভিড় ছাড়ো। এদের পথ ছেড়ে দাও—বাতাস্ বইতে দাও। অরিন্দম ও শেলী এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই অস্বস্তি অনুভব ক'র্‌তে লাগলো। কিন্তু আমাদের বেঁটে-গোবিন্দ বেশ গর্ব্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। সে ভাব্‌লে, এটা সে খুব ভালো কাজ ক'রছে, এমন ভালো কাজ সে আগে কখনো করেনি।

তারা রাজপ্রসাদের দ্বারে এসে দাঁড়ালো। দ্বারবান বেঁটে-গোবিন্দকে দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজার কাছে গিয়ে তার এই খেলার কথা ব'ল্‌তে ব'ল্লে। পরে সে নিজে অরিন্দম ও শেলীর সঙ্গে সেকেণ্ড ক'রে নিজেই তাদের প্রাসাদে পথ দেখিয়ে চ'ল্লো।

রাজার চেহারাটা বেশ মোটা-সোঁটা। লম্বায় প্রায় ফিট্ চারেক। তিনি অরিন্দম ও শেলীকে তাঁর দুই পাশে ব'স্‌তে আদেশ ক'রে তাদের কষ্টের এবং স্বাস্থ্যের বিষয় খপর নিতে লাগ্‌লেন। যেনো কতো দিনের আলাপী। বেশ ভালো মানুষ।

অরিন্দম আর শেলী একটু লজ্জা অনুভব ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সত্যি ব'ল্‌তে কি, তারা রাজার কথাবার্ত্তায় ভারী সন্তুষ্ট হ'লো। তাদের এই অভিযান যে সার্থক হ'য়েছে, তাই তারা এখন মনে ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা বেঁটে-গোবিন্দর দিকে এইবার ফিরলেন। এবং ব'ল্লেন বেঁটে-গোবিন্দ, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি সবচেয়ে চালাক। এদের কোথায় পেলে ?

—আজ্ঞে মহারাজ, আমি এদের বন্যভূমিতে দেখতে পাই।

—কিন্তু এখানে ওদের নিয়ে এলে কেন ?

বেঁটে-গোবিন্দ রাজার এই কথায় ভারী ভয় পেয়ে গেলো। সে মনে ক'র্‌লে, তার বড়ো অপরাধ হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে সাহস নিয়ে ব'ল্লে, আজ্ঞে মহারাজ, এরা পথ হারিয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এই কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শেলী ব'লে উঠ্‌লো, মহারাজ, এর কোনো দোষ নেই। বরঞ্চ ও আমাদের ভারী যত্ন ক'রেছে। আমরা ক্ষিধেতে, পরিশ্রমে মরে যেতাম, যদি না বেঁটে-গোবিন্দর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'তো, আর যদি সে আমাদের খাবার না দিত।

রাজা শেলীর কথায় খুশী হ'লেন। অরিন্দম ও শেলীকে রাণীর কাছে পাঠালেন এবং ওদের বিশেষভাবে যত্ন নিতে ব'লে দিলেন।

যেমন রাজা তেমনি রাণী। প্রথমেই তিনি ওদের মুখ, হাত-পা' ধোবার জন্যে জল আনতে দাসীকে আজ্ঞা ক'র্‌লেন। জল এলো তখুনি। তা'রা দু'জনে বেশ আরামে হাত, পা' মুখ ধুয়ে নিলে। তারপর এলো খাবার, দুধ। রাণী ব'ল্লেন, এখন এই সামান্যটুকু তোমরা খাও। আসল খাওয়ার এখন কিছু দেরী আছে। টাইগারও আতিথ্যে বাদ প'ড়্‌লো না। রাণীর আদেশে তাকে একটা বড়ো মাটির গাম্‌লা ক'রে প্রচুর পরিমাণে মাংস আর ঝোল দেওয়া হ'লো। পরমতৃপ্তির সঙ্গে তাই খেয়ে টাইগার তিন চার ঘণ্টা গভীর নিদ্রা গেলো।

—রাজভোজ—

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টাধ্বনি হ'লো। সকলে আলোর নীচে টেবিলের চারি ধারে ব'স্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে ব'স্‌লেন—রাজা ও রাণী। তারপর ব'স্‌লো, অরিন্দম ও শেলী। এবং এদের পরে গুণ-অনুসারে বামনরা আসন গ্রহণ ক'র্‌লো। টেবিলের একেবারে শেষের দিকে ব'স্‌লো—বেঁটে-গোবিন্দ।

আহার চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। গান বাজনা, এবং নানা রকম হাসির এবং তামাসার খেলাও চ'ল্লো। কিন্তু একটা ঘটনা ঘট্‌লো। দু'টো কুকুর শেলীর দু'-পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিব আর ল্যাজ্‌ নাড়্‌তে লাগ্‌লো। শেলীর খাদ্যের দিকে এবং তার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। যেটি

মুখে তোলে সেটির দিকে এরা লোলুপ দৃষ্টিতে থাকে চেয়ে। শেলী এটা লক্ষ্য ক'র্‌লে। তার ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌লো— তাদের কিছু খাবার দেবার। কিন্তু কেউ দেখে ফেল্লে কি ভাব্‌বে আর কি ক'র্‌বে, এই ভয়ে সে হাত গুটিয়ে নিলে। কিন্তু যখন একটা কুকুর তার কাছ থেকে খাবার পাওয়ার জন্যে একটা শব্দ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, তখন শেলী আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লো না। রাজা, রাণীকে অন্যদিকে চেয়ে থাকতে দেখে, শেলী চট্‌ ক'রে এক টুক্‌রো মাংস তার মুখে দিলে। সে তাই নিয়ে মেঝের উপর আনন্দে ল্যাজ্‌ নাড়্‌তে লাগ্‌লো। অপর কুকুরটা এই দেখে, শেলীর দিকে লাফদিয়ে উঠ্‌লো, এবং ওর কোলের ওপর দু'টো থাবা রেখে ওর চোখের দিকে ভারী করুণভাবে চেয়ে রইলো।

ঐদিকে সকলের দৃষ্টি প'ড়্‌তেই কথাবার্ত্তা বন্ধ হ'য়ে গেলো এবং প্রত্যেকেই শেলীর দিকে 'হাঁ' ক'রে রইলো।

শেলীর মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু রাজা তাকে এই বিপদে সাহায্য ক'র্‌লেন। তিনি একটা ভেড়ার 'ঠ্যাং' কেটে তাঁর প্রিয় কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

আমোদ-প্রমোদ খুব চ'লেছে। অনেকক্ষণ গেছে কেটে হঠাৎ দেখা গেলো, অরিন্দম আর শেলী চেয়ারে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। রাজার আদেশে তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'লো।

পরদিন ভোরবেলায় অরিন্দম ও শেলী ঘুম থেকে বেশ তাজা হ'য়ে এবং আনন্দিত মনে উঠে ব'স্‌লো। তারা নীচের তলায় এসে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌তে পেলে! সে মৃদু-মৃদু হাসছিল। অরিন্দম এবং শেলী এক সঙ্গেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যে, কখন তাদের প্রাতঃভোজন প্রস্তুত হবে।

তাদের প্রশ্নে বৃদ্ধা ব'ল্লে, একটু দেরী আছে। কিন্তু তোমাদের যদি ক্ষিধে পেয়ে থাকে তো আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসো। তার কথায় ওরা দু'জনে সেখানে গেলো। বৃদ্ধা তাদের গরম গরম কেক্ দিলে খেতে। তারা খেতে লাগ্‌লো আর বৃদ্ধা গল্প ফেঁদে ব'স্‌লো। গল্প চ'ল্লো—তিমি মাছের সম্বন্ধে। এই তিমি মাছের বিষয়ে বৃদ্ধা ভারী উৎসুক। কেন না, সে কখনো সমুদ্র দেখেনি।

তারা তিন জনে কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পথের ওপর দিয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। তারা ভ্রমণে বেরিয়েছে। খানিকটা পথ যেতে বেঁটে-গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। তারা তাকে অভিনন্দন দিয়ে এক জায়গায় ব'সে প'ড়্‌লো।

এই সময় টাইগার এলো দৌড়তে দৌড়তে। শেলী তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর ক'রতে লাগ্‌লো।

খানিকক্ষণ পরে বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, আজ তোমাদের আশ্চর্য্য রকমের গাছ দেখাবো। বনের মধ্যে এমনি গাছের

পাল্লায় প'ড়ে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু তোমাদের ভয় নেই। কেন না, আমি সব কৌশল জানি। তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

অরিন্দমের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে বেঁটে-গোবিন্দের হাতখানা ধ'রে ব'ল্লে, তোমাকে সে-গাছ আমাদের দেখাতে হবে। চলো আমরা যাই। শেলী মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে ব'ল্লে, আমার ভয় ক'র্ছে।

বেঁটে-গোবিন্দ হেসে ব'ল্লে, ভয় কি? আমার সঙ্গে কারুর চালাকি চ'ল্বে না। জানো না, আমার কী রকম বুদ্ধি আর কতো গায়ে জোর!

সত্যি, ওর গায়ে জোর আছে অসীম। বুদ্ধি ততো থাকুক্ আর না থাকুক্।

বনের মধ্যে যেখানে কতকগুলি জড়ানো গাছ জন্মেছে, সেই জায়গায় পৌঁছুতে ওদের বেশী সময় লাগ্‌লো না। এই গাছগুলোর গুঁড়ির রং পাট্‌কেল ধরণের। শাখাগুলির রংও তাই। এগুলি খুব লম্বা হ'য়ে এখানে-ওখানে মাটির সঙ্গে লতিয়ে মিশেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এক একটা ভয়ানক সাপ।

বেঁটে-গোবিন্দ ওদের পথ দেখিয়ে আগে-আগে চ'ল্তে লাগ্‌লো।

যতো তারা এগোয়, ততো যেনো অন্ধকার হ'য়ে আসে। অরিন্দম, শেলী হাত ধরাধরি ক'রে যেতে লাগ্‌লো। টাইগার অরিন্দমের হাতে।

হঠাৎ সকলে একটা অট্টহাসি শুন্‌তে পেলে। অরিন্দম আর শেলী চম্‌কে উঠ্‌লো। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, সাব্‌ধান, সাব্‌ধান! একটু অসাব্‌ধান হ'লেই আমরা মারা প'ড়্‌বো।

তারা সকলেই অত্যন্ত সাবধানে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। একটা বাদুড় 'পং পং' ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেলীর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। সে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

হঠাৎ বেঁটে-গোবিন্দ ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লে একটা বড়ো গাছের ওপর চ'ড়্‌তে লাগ্‌লো। এবং বহু পরিশ্রমের পর অসংখ্য বাদুড়গুলিকে তাড়া দিতে লাগ্‌লো। তারা এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াতে সুরু ক'র্‌লে। অরিন্দম শেলীর মাথার ওপর হাত দিয়ে তার মাথা রক্ষা ক'রতে লাগ্‌লো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো, বাদুড়ের 'ওড়া' শেষ হ'য়েছে। বেঁটে-গোবিন্দ ধীরে-ধীরে নীচে নেমে প'ড়্‌লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, আমি আলো দেখ্‌তে পেয়েছি। কোন্ পথে যেতে হবে এখন ঠিক্ ধরা গেছে।

তারা আবার গাছের ডাল সরিয়ে সরিয়ে ধীরে-ধীরে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। আগে আগে চ'লেছে—বেঁটে-গোবিন্দ। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। আবার কি চিন্তা

ক'র্‌তে স্থুরু ক'র্‌লে। পরে অন্যদিকে গাছের ওপর চ'ড়্‌তে লাগ্‌লো। সে অরিন্দম আর শেলীর দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। গাছের ভয়ঙ্কর গুঁড়িগুলো দৈত্যের মত তাদের

চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার, খালি অন্ধকার। পঁনেরো বিশ হাত থেকে তাদের দেখা যায় না।

হঠাৎ শেলী ও অরিন্দম এক সঙ্গেই চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—দেখো-দেখো।

বেঁটে-গোবিন্দ ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো গাছের মধ্যে একটা প্রায় চার ফিট্ উঁচু দরজা। দরজাটা লোহার তৈরী। কিন্তু দরজাটা খোলা।

বেঁটে-গোবিন্দ আগেই নীচে নেমে এসেছিল। মাথা নাড়্তে নাড়্তে আপন মনে ব'ল্লে, এতো ছোটো দরজা দিয়েও দৈত্য যাতায়াত করে।

অরিন্দম প্রশ্ন ক'র্লে, দৈত্য? এখানে দৈত্য আছে নাকি? শেলী দৈত্যের কথা শুনে ভয়ে আঁংকে উঠ্লো।

বেঁটে-গোবিন্দ তাদের ভরসা দিয়ে ব'ল্লে, তোমাদের ভয় নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ব'ল্লে, কিন্তু এখন সে দৈত্য আর নেই। এখন সে বদ্লেছে। ব'লে, সে এর ভেতরে মাথা গলিয়ে দেখ্তে লাগ্লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, উঃ ভারী অন্ধকার! বারে! আবার ভালো খাদ্যেরও যে গন্ধ আসছে! সে আর একটু ঠেলে ভেতরে ঢুকে প'ড়্লো। চীৎকারে ব'ল্লে, না না, অন্ধকার নয়। কোথা থেকে বেশ আলো আসছে। আরে ঐ দিকে যে সিঁড়ি র'য়েছে। চলো আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে প'ড়ি। তোমরা আমার পেছন-পেছন এসো।

অরিন্দম ইতিমধ্যে টাইগারকে নামিয়ে দিয়েছিল। এখন তাকে তুলে নিলে। শেলীর হাত ধ'রে ভেতরে ঢুকে প'ড়্লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, চলো আমরা নীচে যাই।

অরিন্দম উৎসাহে ব'ল্লে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো।

শেলী ব'ল্লে, না, না, না। গিয়ে কাজ নেই।

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দরজা গেলো বন্ধ হ'য়ে। বেঁটে-গোবিন্দ বহু চেষ্টা ক'র্‌লে দরজাটাকে বন্ধ হ'তে না দিতে। কিন্তু দরজাতে কী যাদু আছে জানিনে, কোনো শক্তিই মান্‌লে না।

—যমের হাতে—

শেলী এই সব কাণ্ড দেখে অরিন্দমকে জড়িয়ে ধ'রে মুখ লুকোলে। অরিন্দমও ভয় পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে অরিন্দমের মুখে কথা ফুট্‌লো। সে বেঁটে-গোবিন্দকে ব'ল্লে, আমরা কি এখানে চিরকালের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বো নাকি? আমাদের বেরুবার পথ খুঁজতে হবে তো?

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পথ খুঁজ্‌তে হবে বৈকি। কিন্তু আমিই আগে-আগে যাবো। যদি কিছু অঘটন ঘটে, তবে প্রথমেই আমার ওপর ঘট্‌বে।

সুতরাং সে আগে, তারপর শেলী, আর ওর পেছনে অরিন্দম চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

পথটা ভারী সরু। তারা খালি নীচেই নেমে চ'লেছে। তাদের নামার শেষ নেই। যতো নীচে তারা যাচ্ছে, ততোই

যেনো আলোর তীব্রতা বাড়্ছে। কিছুই নেই—শুধু সিঁড়ির ধাপ্ আর দেয়াল। কিন্তু এই সিঁড়ির ধাপ্ আর দেয়াল-

গুলো এমন সুন্দর ক'রে তৈরী,—যে, যে একাজ ক'রেছে, তাকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।
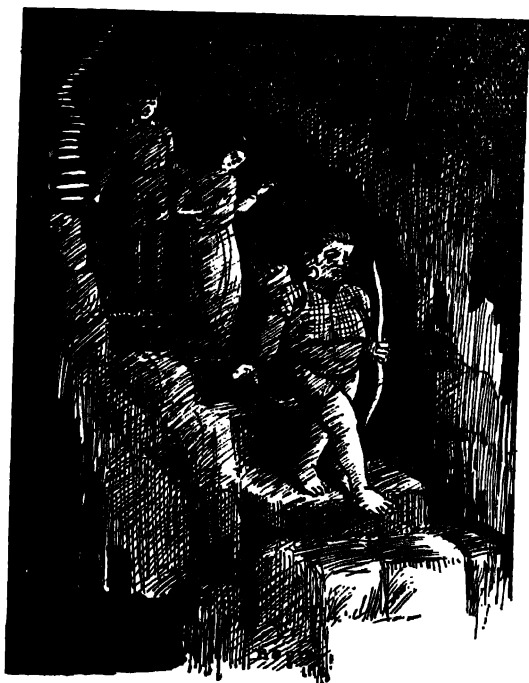
অরিন্দম, বেঁটে-গোবিন্দকে ব'ল্লে, এই ধাপের কি শেষ নেই। একি অফুরন্ত?

—না, এরও শেষ আছে! ব'লে সে একটা জায়গায় দাঁড়ালো। অরিন্দম, শেলীও দাঁড়ালো।

যে জায়গাটার ওপরে ওরা দাঁড়িয়েছিল, তার পাশ দিয়ে পাঁচটা সরু-সরু পথ গাছের শাখার মত পাঁচদিকে বেরিয়ে গেছে। এখন ওদের বিপদ্ হ'লো, কোন্ পথ ধ'রে তারা আবার চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌বে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, এসো, আমরা প্রথমটা ধ'রেই চ'ল্‌তে থাকি। এটা যদি ভুল পথ হয়, তবে না হয় আর একটা ধরা যাবে।

অরিন্দম ব'ল্লে, কিন্তু যদি এমন হয় যে, বহুদূর যাবার পর আমরা ভুলপথে গিয়েছি জানা যায়—তবে কি হবে? অতোটা সময় তো বৃথা নষ্ট হবে?

—তাই তো, তাই তো! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বেঁটে-গোবিন্দ মাথা চুল্‌ক'তে লাগ্‌লো!

অরিন্দম ব'ল্লে, এক কাজ করা যাক্। শেলীর পাঁচটা আঙ্গুলের যেকোনো একটা আমি চোখ বুজে ধ'রি। যেটা ধ'র্‌বো—সেই মত পথও আমরা অবলম্বন ক'র্‌বো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, এটা মন্দ মতলব নয়। কিন্তু, আঙ্গুলের প্রথম আর শেষ কোন্‌দিক ধ'র্‌বে?

—কেন, বুড়ো আঙ্গুল থেকে প্রথম, তারপর তর্জ্জনী, তারপর মধ্যম, তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠ।

এই ব'লে অরিন্দম চোখবুজে শেলীর চতুর্থ আঙ্গুল ধ'র্‌লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, চ'লো, আমরা চতুর্থ পথটা ধ'রি। তারা সকলে সেই পথ ধ'রে যেতে যেতে একটা সুড়ঙ্গপথে প'ড়্‌লো।

যা' থাকে কপালে, ব'লে সকলে এর ভেতর ঢুকে প'ড়ে বাঁদিকে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। খানিকটা যেতে তারা দেখ্‌তে পেলে নীচের দিকে ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে! বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, এসো আমরা নীচে নামি।

তারা অতি সাবধানে নামতে লাগ্‌লো সিঁড়ি বেয়ে। গোটা ষোলো সিঁড়ি বেয়ে আসতে তারা ডানদিকে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ এই পথে কোথা থেকে প্রচুর আলো প'ড়্‌লো। সে আলোতে তারা দেখ্‌তে পেলে, তারা একটা প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে এসে প'ড়েছে। এখানে শুধু দৈত্যের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বেঙের ছাতা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা ঘুরেফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। শেলী ভারী আশ্চর্য্য হ'লো। কেননা, সে জীবনে কখনও এর আগে এতো বড়ো বেঙের ছাতা দেখেনি।

খানিকক্ষণ পর একটা 'থপ্‌ থপ্‌' ক'রে পা' ফেলার শব্দ হ'তে লাগ্‌লো। শব্দটা তাদের দিকে এগিয়ে আসতে

লাগ্‌লো। শেলী ভয়ে এইবার বেঁটে-গোবিন্দর গা' ঘেঁসে দাঁড়ালো। অরিন্দম ঘুষি পাকিয়ে বেঁটে-গোবিন্দর মুখপানে চেয়ে আস্তে-আস্তে ব'ল্‌লে, কোনো জানোয়ার বোধহয় আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

—আসুক না! ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ তার ধনুকে শর যোজনা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

ও ব'ল্লে, তোমরা এদিক পানে, ছাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকো। আমি সামনে থাকি।

অরিন্দম আর শেলী তাই ক'র্‌লে।

দেখা গেলো একটা অদ্ভুত জানোয়ার এসে ঢুক্‌লো সেই বেঙের ছাতার এলাকায়। এর চেহারা অতি বিশ্রী। নাম যে কি এই জন্তুটার তা' জানিনে। মুখ থেকে তু'টো দাঁত বেরিয়ে এসেছে। হাত পায়ের নখ, প্রায় পাঁচ ছ' ইঞ্চি বড়ো! লম্বায় প্রায় হাত সাতেক। পায়ে হেঁটে চলে। গায়ে বিশ্রী গন্ধ।

বেঙের ছাতা খেতে লাগ্‌লো সে বেশ মজা ক'রে। কিন্তু এই সময়ে শেলী, হ্যাঁচো হ্যাঁচো ক'রে তু'বার হাঁচতেই জন্তুটা ঘাড় ফিরিয়ে এদিক্ পানে চাইলে, পেছনে দেখ্‌লে বেঁটে-গোবিন্দকে। আর যায় কোথা? এক লাফ দিয়ে প'ড়্‌লো গিয়ে ওর ঘাড়ে। কিন্তু বেঁটে-গোবিন্দ আগে থেকেই সতর্ক ছিল। সেইজন্যে জানোয়ারটার লাফ দেওয়ার

সঙ্গে-সঙ্গেই সে চট্ ক'রে ডা'নদিকে স'রে গেলো। আর স'রে গিয়েই 'শাঁ, শাঁ', ক'রে ছুঁড়্‌লে ছুটো তীর। ওর লক্ষ্য অব্যর্থ। তীর গিয়ে লাগলো, জানোয়ারটার ঠিক্ তলপেটে। মাটিতে আছ্‌ড়ে প'ড়ে—দাঁত, মুখ, হাত, পা' খিঁচিয়ে ভীষণ গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভবলীলা সাঙ্গ ক'র্‌লে।

শেলী, অরিন্দম এখন বেরিয়ে এসে ভালো ক'রে ওটাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। বেঁটে-গোবিন্দ গর্ব্বের হাসি হেসে জানোয়ারটার তলপেট হ'তে তীর ছ'টো টেনে তুলে নিলে। রক্তে একেবারে ভরে গিয়েছে। ঘাসের ওপর তীর ছ'টো ঘোসে নিয়ে তৃণের মধ্যে ফেলে দিলে।

তারা সকলে আবার এগিয়ে চ'ল্লো। অরিন্দম ব'ল্লে, আমরা কি এর মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাক্‌বো? বেরুবার পথ কৈ?

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, তাইতো চিন্তা ক'র্‌ছি। আচ্ছা চলো দেখি সেখানে। দরজাটা আর একবার টানাটানি ক'রে দেখা যাক্। এখানে আরও কিছুক্ষণ থাক্‌লে যে সকলেই মারা প'ড়্‌বো।

শেলী ব'ল্লে, আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। সুতরাং তারা সকলেই সেদিকে চ'ল্লো। খানিকটা পথ যেতেই শেলী হঠাৎ ভীষণ চীৎকার ক'রে বেঁটে-গোবিন্দকে জড়িয়ে ধ'র্‌লো। ওর চীৎকার শুনে অরিন্দম আর বেঁটে-গোবিন্দ দেখ্‌লে

ভীষণ একটা সাপ মাটিতে প'ড়ে আছে। মুখটা এতখানি 'হাঁ' করা—আর এই 'হাঁ'—এর ভেতরে একটা হরিণ। এর পা' থেকে খানিকটা সাপের মুখের ভেতর আর বাকী অংশটা তখনো মুখের বাইরে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, এখন একে ভয় নেই; কেননা, হরিণটা হজম ক'র্‌তে ওর অনেক দেরী লাগ্‌বে।

অরিন্দম ব'ল্লে, কিন্তু আরো সাপ আছে নিশ্চয়ই। শীঘ্রই চলো। যেমন ক'রেই হোক্ আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। বাপ্‌রে—এ-যে একেবারে যমের মুখে!

তিনজনে এবং টাইগার আবার ফিরে এলো—সেই দরজটার কাছে। বেঁটে-গোবিন্দ দরজাটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে বেশ মন দিয়ে পরীক্ষা ক'র্‌লো। তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে দরজাটাকে লক্ষ্য ক'রে দৌড়ে এসে তাতে খুব জোরে ডান কাঁধের একটা পাশ দিয়ে ধাক্কা মার্‌লে। এই ভাবে মিনিট কতক চ'ল্লো। কিন্তু সবই মিছে। বেঁটে-গোবিন্দর কাঁধ ছিঁড়ে রক্ত ঝ'রে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো—তবু দরজাটা একটুও নড়লো না পর্য্যন্ত।

তার রক্ত দেখে শেলী তাকে নিবৃত্ত ক'র্‌লে। ব'ল্লে, ওরকম ক'রে তো কিছু হবে না। দেখো তো, দরজাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফুটো আছে, না?

বেঁটে-গোবিন্দ এবং অরিন্দম পর-পর দেখে প্রায় এক

সঙ্গেই ব'লে উঠ্‌লো—তাই তো। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, তোমার দৃষ্টি তো খুব সূক্ষ্ম, শেলী। আমি এতো ক'রে পরীক্ষা ক'রলুম—এটা তো চোখে পড়ে নি!

শেলী একটু কি চিন্তা ক'র্‌লে। তারপর আনন্দে ব'লে উঠ্‌লো, মাথায় একটা মতলব এসেছে। যদি মতলবটা সফল হয়, তবে কী চমৎকারই না হয়!

এই ব'লে শেলী এদিক-ওদিক কি খুঁজতে লাগ্‌লো। একটু পরে একটা ছোটো লোহার শিক দেখ্‌তে পেলে। সেটা তুলে নিয়ে দরজাটার গর্ত্তের মধ্যে ধীরে-ধীরে ঘোরাতে লাগ্‌লো। এই রকম কিছুক্ষণ কর্‌বার পর দরজাটা গেলো আস্তে আস্তে খুলে। আর বাইরে থেকে প্রচুর আলো এসে ওদের চোখ দিলে ঝ'ল্‌সে।

ওরা সকলেই আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

—পাহাড়ের ওপরে—

সেই প্রখর সূর্য্যকিরণের দিকে তাকিয়ে বাইরে এসে বেঁটে-গোবিন্দ সর্ব্বপ্রথমেই দেখ্‌লে, তারা একটা পাহাড়ের ওপরে এসে প'ড়েছে। একি হ'লো? এখানে আসবার সময় তো কোনো পাহাড়-টাহাড় ছিল না! তবে কি এটা অন্য আর একটা দরজা? তারা কি তবে ভুল পথে গিয়ে ছিল? কী সর্ব্বনাশ—সামনে যে আবার একটা প্রকাণ্ড নদী!

অরিন্দম ও শেলী আরো ঘাব্ড়ে গেলো। মানে, বেঁটে-গোবিন্দ যতোটা না ঘাব্ড়ে ছিল, তার বেশী ঘাব্ড়ালে ওরা। আর ঘাব্ড়াবার কথাই তো! তারা সকলে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ওপরে, তাদের নীচে, অনেক গভীর নদী যাচ্ছে বয়ে। একবার কোনো রকমে হঠাৎ পা' পিছলে এর ভেতর প'ড়্লে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

বেঁটে-গোবিন্দ ওদের মুখের অবস্থা দেখে ব'ল্লে, কিন্তু যম-পুরীর চেয়ে এ-জায়গা অনেক ভালো। বাপ্রে বাপ্—যে কোরে আমরা বেরিয়েছি!

তারা কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের এক জায়গায় এসে দেখ্লে—সেখানটা ঢালু হ'য়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। তারা মুখ বাড়িয়ে দেখ্লে—নীচে একটা শাদারঙের বাড়ী প্রায় আধ-মাইল পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছে। এই বাড়ীটার বাইরে দিকে অত্যন্ত উঁচু-উঁচু দেয়াল। এটা দৈত্যের বাড়ী—বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে। ও আরো ব'ল্লে, আমি ওকে বাইরে দেখ্তে পাচ্ছি—ও দেয়ালে কি যেনো ক'র্ছে। চলো আমরা ওর কাছে যাই। আমাদের ফিরে যাবার সঠিক পথ ও ব'ল্তে পারে।

অরিন্দম আর শেলী এক সঙ্গে ব'লে উঠ্লো, না, না, ওর কাছে গিয়ে কাজ নেই। হয় তো বা আবার নতুন বিপদে প'ড়ে যাবো।

বেঁটে-গোবিন্দ তাদের সাহস দিয়ে ব'ল্লে, তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। দৈত্য হ'তে তোমাদের ভালোই হবে। আগে ও মন্দ ছিল বটে, কিন্তু এখন একেবারে ভালো হ'য়ে গিয়েছে। আগে ওর শরীরে দয়া-মায়া ব'লে কিছুই ছিল না—এখন কিন্তু ওর মনে দয়া-মায়ার শেষ নেই। মানুষের মাংস ও বহুদিন ধ'রে খাই নি।

বেঁটে-গোবিন্দর কথায় ওরা যেতে রাজী হ'লো। অরিন্দম শেলীর হাত ধ'রে এবং কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বেঁটে-গোবিন্দর পেছন-পেছন চ'ল্লো।

-দৈত্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয়—

ঐ দৈত্যটার নাম কড়্‌কড়ী দৈত্য। এ লম্বায়—সাড়ে দশ ফিটের এক সূতো কম নয়। এই সা' ছাতি—যেনো একখানা দার্জ্জিলিং-পাহাড়ের প্রকাণ্ড পাথর। মুখভর্ত্তি দাড়ি। গোঁফের কোনো বালাই নেই। মাথার চুল—খোঁচা-খোঁচা। নাকটা একেবারে চ্যাপ্‌টা—কান দু'টো—কুলোর মত। চোখ দু'টো আগুনের গোলার মত—ধক্ ধক্ ক'র্‌ছে। প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা হাত পা'। এক জায়গায় ব'সে ব'সেই সে উঁচু-উঁচু গাছগুলোকে মড়্‌-মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে মাটিতে শুইয়ে দেয়। পা' দিয়ে বড়ো বড়ো আর মোটা মোটা গাছগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে।

কড়্‌কড়ী দৈত্য নিজের বাড়ীর বাইরের দেয়ালটা মেরামত ক'র্‌ছিল।

ওরা তিনজনে মায় টাইগার পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো কড়্‌কড়ী দৈত্যের পেছনে। তার দৃষ্টি এদিকে প'ড়্‌তেই সে প্রথমে দেখ্‌লে, বেঁটে গোবিন্দকে। আগে থাক্‌তেই এর সঙ্গে ওর ছিল পরিচয়। সুতরাং ও আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। সে কী ভীষণ চীৎকার! সিংহ রেগে গেলে যেমন ভীষণ ভাবে চীৎকার ক'রে পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল ফাটিয়ে ফেলে—এও সেই রকম, কি তার চেয়ে একটু বেশী। না জানি রাগলে তার চীৎকার কী ভয়ঙ্করই না হয়!

কড়্‌কড়ী দৈত্য ব'ল্লে, এসো এসো,—তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে সাদরে আহ্বান ক'রছি। বাঃ এ মেয়েটি তো বেশ! তুমি কেমন আছো খুকী? আরে এযে ছেলে! বাবা—বেশ তো তুমি, তোমার নাম কি ভাই?

কথা ব'ল্‌বে কি, ওদের ভয়ে জিব্‌ গেলো শুকিয়ে।

দৈত্যটা তার প্রকাণ্ড চাওড়া হাত দিয়ে বেঁটে-গোবিন্দর সঙ্গে সেকেণ্ড ক'র্‌লে!

বেঁটে-গোবিন্দ মোলায়েম সুরে ব'ল্লে, যখন আমি ছোটো ছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হ'য়েছিল। —সত্যি তাই। আচ্ছা, এসো আমার বাড়ীর ভেতরে।

তোমরা দেখছি, ভারী ক্লান্ত, শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছো। ভেতরে এসো—তোমাদের জন্যে খাদ্য তৈরী ক'রি।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, আমরা তোমাকে কষ্ট দিতে চাই

নে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমরা একটা সাহায্য পেতে চাই। এই নদীটা কি ক'রে পার হওয়া যায়?

দৈত্য, বেঁটে-গোবিন্দের কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে

ভারী স্নেহ-স্বরে ব'ল্লে, এই কথা ? এতো সবচেয়ে সোজা কাজ।

—শুনে সুখী হ'লুম।

—স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা ভেতরে এসো ?

—ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিই আমি পথটা জানতে চাই।

—পথ ? কড়্‌কড়ী দৈত্য কথাটা এমন ভাবে মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'র্‌লে, যেনো মনে হ'লো, ও একটু গোলমালে প'ড়েছে।

বেঁটে-গোবিন্দ তাকে স্মরণ ক'রিয়ে দিলে, হ্যাঁ পথ, নদীটা পার হবার উপায় !

কড়্‌কড়ী দৈত্যর যেনো সব কথা মনে প'ড়ে গেলো, ব'ল্লে, নিশ্চয় নিশ্চয়। এ তো খুব সোজা। কিন্তু এক একটা জিনিষ এক এক সময়ে ক'র্‌তে হয়। ভেতরে এসে খাওয়া দাওয়া করো আগে ?

এই ব'লে সে আগে-আগে ভেতর দিকে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। অরিন্দম, শেলী, বেঁটে-গোবিন্দ আর টাইগার তাকে অনুসরণ ক'র্‌লে।

সকলে একটা প্রকাণ্ড ঘরে এসে পৌঁছলো। ঘরটা দেখে মনে হয়, এখানে কিছুক্ষণ থাকলে বেশ আরাম অনুভব করা যায়। এই ঘর খানার একধারে একখানা খাট, মাঝখানে একখানা বড়ো এবং ভারী টেবিল। একখানা বড়ো চেয়ারও

আছে। এ'ছাড়া ঘরের এদিক-ওদিক, পিপে, জামা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ছড়ানো।

কড়্‌কড়ী দৈত্য তাদের ব'স্‌তে ব'লে আহারের সন্ধানে গেলো। অরিন্দম আর শেলী একখানা তক্তা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে টেবিলটার এদিকে যে ছু'টো পিপে পাশাপাশি একটু দূরে রাখা হ'য়েছিল, তার ওপর ওখানা ধরা-ধরি ক'রে রাখ্‌লে। রেখে ওরা ছু'জনে ব'স্‌লো।

খানিকটা পরে কড়্‌কড়ী দৈত্য টেবিলের ওপরে একটা বড়ো পাত্র রাখ্‌লে। এতে খাবার আছে ব'লে মনে হ'লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, কুকুরটাকে কিছু খাবার দিতে পারো ?

কড়্‌কড়ী দৈত্য ব'ল্লে মাথা চু'ল্‌কে, দেখি—ও বোধহয় শাকশব্জী খায় না ?

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, না। তোমার কাছে রুটি নেই ?

—দেখো আমি রুটি বেশী খাই না। বেশী খেলে আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে যায়। আচ্ছা, পরে দেখ্‌ছি ওর জন্যে কি আন্‌তে পারি। এখন এসো, আমরা প্রাণ ভরে খাই। হ্যাঁ, তুমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—না ঐ চেয়ারখানা অধিকার ক'র্‌বে ?

—ও হো। আমার জন্যে নাকি ? ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'স্‌লো !

একটু পরে ও আবার ব'ল্লে, দেখো, এসব যা' তুমি এনেছো তা' যথেষ্ট। কিন্তু কথা কি জানো—এই ছোটো, ছেলেমেয়ে দু'টির আরো কিছু 'সার' জিনিষ দরকার।

কড়্‌কড়ী দৈত্য একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, ওর চেয়ে 'সার' জিনিষ আমার কাছে নেই।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, কিন্তু বাইরে দেখ্‌লুম, তোমার একটা গাভী বাঁধা আছে। ওদের কিছু পরিমাণে দুধ এনে দাওনা, দাদা?

—কি, দুধ? হাঁ, কিন্তু তুমি কি মনে করো যে, দুধে ওদের কোনো উপকার হবে?

বেঁটে-গোবিন্দ টেবিল চাপ্‌ড়ে ব'ল্লে, তুমি গিয়ে গাভীটার দুধ দোও না, দাদা। এরা দুধ চায়। তোমার এসব খাদ্যে ওদের ক্ষিধে মিট্‌বে না।

মুখখানা বিশ্রী রকম ক'রে কড়্‌কড়ী দৈত্য দুধ আন্‌তে চ'লে গেলো।

খানিকটা পরে ও ফিরে এলো। হাতে একটা কলসী। কলসীতে দুধ। ব'ল্লে, এতে কিছু জল মেশাবো?

—আমাকে দাও তো, দাদা। ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ কলসীটা হাতে নিলে। কড়্‌কড়ী দৈত্য ব'ল্লে, পাত্র হবে কি? এমনি মুখে ধরো না। খেয়ে নেবে 'খন।

—না হে না। "বিষম" লাগ্‌বে। তুমি মাটির ভাঁড়টাড় একটা নিয়ে এসো না।

কড়্‌কড়ী দৈত্য আবার গিয়ে দু'টো ভাঁড় নিয়ে এলো। বেঁটে-গোবিন্দ অরিন্দম আর শেলীকে ভাঁড়েতে দুধ ঢেলে খেতে দিলে। দুধ বেশ খাঁটি, ও গরম। খেয়ে ওরা দু'জনে বেশ তাজা অনুভব ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

ওদের খাওয়া হ'য়ে গেলে একটা ভাঁড়ে দুধ ঢেলে টাইগারকে বেঁটে-গোবিন্দ দিলে খেতে। ও জিব্‌ দিয়ে চেটে নিঃশেষ ক'রে একটা থলির ওপর গিয়ে শুয়ে প'ড়ে নিদ্রার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

তারপর ওরা খেতে লাগ্‌লো—শাকশব্জী। ক্ষিধে ছিল প্রবল, তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা খেলে। খাওয়া দাওয়ার পর বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, আচ্ছা কড়্‌কড়ী দৈত্য ব'ল্‌তে পারো, এই অঞ্চলের সহরটা কেমন?

—এ বিষয়ে আমি বেশী জানিনে। কেন না, খুব কমই বেরুই। কিন্তু আমি শুনেছি, সহরটা ভারী খারাপ। দেখো, এখানে কলুই রাজার রাজত্ব আছে—সেটা এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। কিন্তু ঐ রাজার স্বভাব-চরিত্র বড়ো মন্দ!

—হ্যাঁ, আমরাও কতকটা তাই শুনেছি বটে। কিন্তু কলুই রাজা কি করে বলোতো?

—লোককে নির্য্যাতন করে আমি এও শুনেছি। কতক-গুলো লোক আছে, যাদের নির্য্যাতন করাই উচিত। কিন্তু

আমি তাদের সম্বন্ধে সত্যিই বেশী জানিনে, কারণ তাদের একজনকেও আমি দেখিনি। দেখ্‌বার সুযোগ এলেই আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখি। কুঁজো-বুড়ী মাঝে-মাঝে আসে, আর আমাকে এই সব কথা বলে।

—কুঁজো-বুড়ী? সে আবার কে?

—একটা ডাইনী। ও বলে, যতক্ষণ পয্যন্ত না রাজা কলুইয়ের মৃত্যু হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের কোনো মঙ্গল হবে না।

—যাক্ ও কথা। কড়্‌কড়ী ভায়া, এখন কেমন ক'রে নদী পার হওয়া যায়?

কড়্‌কড়ী দৈত্য বেঁটে-গোবিন্দকে হাত ধ'রে জানালার কাছে নিয়ে গেলো। এবং দূরে একটা লম্বা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'ল্লে, ঐ গাছটা দেখ্‌ছো তো?

—হ্যাঁ দেখ্‌ছি।

—ভালো, ঐ গাছটা নদীর ধারে। আমি তোমাকে দেখালুম, কারণ এই পথ থেকে নদী পার হওয়ার চেষ্টা একেবারে বৃথা। আমার কথা বুঝেছো?

—দেখো, তুমি যদি আমার কথা শোন, তবে আমিও তোমাকে হাজার উপায় ব'ল্‌তে পারি, যাতে তুমি নদী পার হ'তে পার্‌বে না। কড়্‌কড়ী, আমি ভাবতুম, শুধু আমিই

বুঝি বোকা, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ গর্ব্বিত।

—ওরকম ভাবে আমাকে গালাগালি ক'রোনা। ওতে আমার ভারী কষ্ট হয়। হ্যাঁ তুমি পার্ হ'তে চাও—আচ্ছা। ঐখানে যে একটা ছোটো দরজা আছে, ওর ভেতর দিয়ে তোমাদের যেতে হবে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, আমরা ঐ দরজা দিয়েই এসে ছিলাম। কিন্তু দরজাটা এমন শক্ত হ'য়ে গেলো যে, আর খুল্‌লো না; অন্যদিকে আর একটা দরজা আছে। তুমি ওটাকে কি ক'রে খুল্‌লে?

—খুব সোজা। কিন্তু আমি ঠিক স্মরণ ক'র্‌তে পারছিনা, কি ক'রে একে খোলা হ'য়েছিল। দেখো, বেশী জোর ক'রো না। এটা সত্যিই শক্ত নয়। এর সঙ্গে একটা ম্যাজিক খেলতে হবে। মাটির ওপর একটা বৃত্ত আঁকো। এবং এটাকে ছ'ভাগে ভাগ করো। কিম্বা ষোলো ভাগে ভাগ করো। তার পর আটাশটা মন্ত্র পড়ো। ওরে সর্ব্বনাশ! তুমি অমন ক'রে আমার দিকে চাইছো কেন? দেখো, ওরকম ক'রে যদি চেয়ে থাকো, তবে আমি গোলমালে প'ড়ে গিয়ে বাকীটা ভুলে যাবো।

—কড়্‌কড়ী, ব'ল্‌তে পারো, কুঁজো-বুড়ীর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আর স্মরণ-শক্তি আছে?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তার ভারী বুদ্ধি আর ভারী স্মরণ-শক্তি। সে জানে কি উপায়ে দরজাটা খোলা যায়!

—ওপারে? কিন্তু আমরা তার দেখা পাবো কোথায়?

—সে এখানে যেকোনো দিন যেকোনো সময়ে আসতে পারে। তুমি যদি দু' একদিন অপেক্ষা করো, তবে নিশ্চয় ক'রে ব'ল্‌ছি, তার দেখা পাবে। চলো আমরা দোতলায় যাই। আমার বিছানা ওদের জন্যে ছেড়ে দোবো। বহু ঘাস আছে, তোমাকে ঘাস দেবো, বেশ নিদ্রা যাবে।

—আচ্ছা চলো, তোমার দোতলা ঘরে।

কড়্‌কড়ী নীচে থেকে কি একটা ক'র্‌লে—অমনি পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি বেরিয়ে প'ড়্‌লো। ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

বেঁটে-গোবিন্দ একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে ব'সে ঘরের চারিদিক চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে খালি দেখ্‌তে লাগ্‌লো। বাপ্‌রে একী বিশ্রী ঘর!

কড়্‌কড়ী দৈত্য একসময়ে ব'ল্লে, অনেক দিন পরে সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখ্‌লুম। আমার আগের দিনে ওদের মত বহু দে'খেছি, এ তুমিও জানো। কিন্তু আমার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হ'তে আমি ঠিক্ ক'রেছি যে, ওদের কাছ থেকে সব সময়ে দূরে থাকৃতে।

—খুব ভালো মতলব।

—নিশ্চয়ই খুব ভালো মতলব। কিন্তু ঐ দু'টি ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ মেয়েটি ভারী সুন্দর। দেখো, আমার আগের দিনে আমার মত দৈত্যদের ব'ল্‌তে শুনেছি—যতো বেশী যে মেয়ের চুল হাল্‌কা—ততো বেশী সেই মেয়ের মাংশ মিষ্টি। যাই হোক, এ সব তোমার মনে একটুও ভালো লাগ্‌ছে না বোধহয় ?

—লেশমাত্রও না।

—না হবারই তো কথা! কিন্তু, এই দু'টি ছেলেমেয়ের ওপর আমার কেমন একটু আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে—মানে ওদের আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে। মেয়েটি ভারী সুন্দর—ওদের গায়েও বেশ মাংস আছে। কিন্তু মোটাও নয়। আমার কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছো ?

বেঁটে-গোবিন্দ কিছু না ব'লে সেই উঁচু জায়গা হ'তে নেমে প'ড়ে চিন্তিত মনে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

শেলী, টাইগারকে কোলে ক'রে নিয়ে চ'ল্লো, গাভী দেখাতে। এই সুযোগ বেঁটে-গোবিন্দ বৃথা যেতে দিলে না। সে অরিন্দমকে একা পেয়ে তার কাছে এসে ব'স্‌লো—একেবারে গা' ঘেঁসে। ব'ল্লে, অরিন্দম, আমি শেলীকে ভয় দেখাতে চাইনে। কিন্তু তুমি আমার মতই বেটাছেলে এবং

তোমার সাহস আছে। দেখো, এই জায়গাটা মোটেই ভালো জায়গা নয়, এখানে থাকা আর চ'ল্‌বে না। কড়্‌কড়ী দৈত্যের ওপর আমার নানা কারণে সন্দেহ হ'য়ে গিয়েছে।

—সর্ব্বনাশ, বলো কি? কড়্‌কড়ী দৈত্যের ওপর তোমার সন্দেহ!

—তাইতো দেখ্‌ছি। মনে হ'য়েছিল ও গিয়েছে বদলে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সে ধারণা ভুল।

এই ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ বারকতক হাত ঝেড়ে ব'ল্লে, হ্যাঁ, দেখো, তুমি আর শেলী সব সময়েই আমার কাছে-কাছে থাক্‌বে। এখানে আমাদের আরো কিছুক্ষণ থাক্‌তে হবে। কেন না, দৈত্যটা বেরিয়ে যাবার পথ ব'ল্‌বে না। কুঁজো-বুড়ী হয়তো আস্‌বে, তার কাছ থেকে ওটা জেনে নিতেই হবে।

অরিন্দম ব'ল্লে, কিন্তু সেই বা ব'ল্‌বে কেন? কড়্‌কড়ী দৈত্যের সঙ্গে তার আলাপ। সে কি তার আলাপীর কথা মত কাজ না ক'রে তোমার কথা মত কাজ ক'র্‌বে?

শুনে বেঁটে-গোবিন্দ ভয়ানক ক্ষাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, তাহ'লে এই তীর আর ধনুক, ওদের আস্ত রাখ্‌বে না। আমার শক্তির যথার্থ পরীক্ষা তোমাদের কাছেই না হয় দেবো।

রাত্রিটা বিনা গোলমালে কেটে গেলো। প্রভাত হ'তেই কড়্‌কড়ী দৈত্য এসে বেঁটে-গোবিন্দকে ব'ল্লে, তুমি ঐ দু'টি

ছেলেমেয়েদের সব সময়ে তোমার কাছে-কাছে রেখে আমাকে কি বিশেষ অনুগৃহীত ক'র্‌বে ?

বেঁটে-গোবিন্দ তাচ্ছিল্যের স্বরে ব'ললে, তোমার আজ্ঞা মত কাজ ক'র্‌তে আমি বাধ্য নই। ওরা আমার কাছে থাকুক আর নাই থাকুক, ওদের যদি একগাছা মাথার চুল কেউ স্পর্শ করে, তা হ'লে তাকে আমি ছেড়ে কথা ব'ল্‌বো না।

কড়্‌কড়ী দৈত্য এই কথাতে একটুকুও রাগ ক'র্‌লো না। বরং সে নিষ্প্রভ হ'য়ে ব'ল্লে, আমার বড্ডো ভয় ক'র্‌ছে যে ঐ দুটি সুন্দর ছেলেমেয়েকে দেখে আমাকে বুঝি আবার আমার গত দিনগুলোতে ফিরে যেতে হয়। আমি তোমাদের এখান থেকে চ'লে যেতে ব'ল্‌ছি নে। কারণ, তোমরা চ'লে গেলে আমার লোভ আর থাকবে না এবং সেই লোভের জন্যে নিজেকে দমন করা হবে না। আমি জানি, লোভের মধ্যে থেকে লোভকে জয় করাই হ'লো আসল জয় করা। লোভ না থাকলে আবার জয় ক'র্‌বো কি ? আমি মনে ক'রি, এই লোভকে আমি জয় ক'র্‌তে পার্‌বো। একটু থেমে ব'ল্লে, তুমি, তুমি হয় তো জান না, কাল রাত্রে ওরা যখন ঘুম'চ্ছিল, তখন ওদের দেখ্‌তে আমার ভারী মন চাইছিল। কিন্তু আমি দরজা খুল্‌তে পারি নি।

বেঁটে-গোবিন্দ গম্ভীর ভাবে ব'ল্লে, দরজা খোল্‌বার ক্ষমতা কি তোমার ? কাল সারা রাত্তির আমি জেগে ঠায় ব'সে ছিলুম।

—আমিও তাই ভেবেছি। হ্যাঁ, তার পর কি হ'লো জানো? তার পর আমি নেমে এসে এক জায়গায় ব'সে তাদের সম্বন্ধে ভাবতে লাগ্‌লুম। এবং ভাবতে ভাবতে একখানা বড়ো ছুরি নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে শান্‌ দিতে লাগলুম। কিন্তু হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এলো। ভাবলুম, আমি একি ক'র্‌ছি? আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, যে তুমি আমাকে, আমার লোভকে জয় ক'র্‌তে সাহায্য ক'রবে?

—নিশ্চয়ই সাহায্য ক'র্‌বো।

এই ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ অরিন্দম এবং শেলীকে কাছে নিয়ে কড়্‌কড়ী দৈত্যকে ব'ল্লে, নাও এখন দরজাটা খোলো দিকিন্‌। কুঁজো-বুড়ী দরজা খুল্‌তে পারে—তার জন্যে আমরা অপেক্ষা ক'র্‌বো না। খোলো!

কড়্‌কড়ী দৈত্য চোখ হু'টো বার ক'রে ব'ল্লে, তবে তোমরা সত্যই যাচ্ছ'? কিন্তু···

—চুপ্‌। আমি ছয় পর্য্যন্ত গুণবো। এর মধ্যে যদি দরজা না খুলে দাও, তবে···

ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ তার তূণ হ'তে হু'টো শর সড়াৎ ক'রে তুলে নিলে।

কড়্‌কড়ী দৈত্য গুড়্‌-গুড়্‌ ক'রে গিয়ে ছয় গোণবার আগেই দরজাটা খুলে দিলে। অরিন্দম ও শেলী যখন চ'লে

যাচ্ছে, তখন ও নীচু হ'য়ে তাদের ব'ল্লে, বিদায়—কিন্তু তোমরা কি আমার সঙ্গে সেকেণ্ড ক'র্‌বে না? ক'র্‌বে না—কিন্তু এটা বড়ো নির্দ্দয়তা।

বেঁটে-গোবিন্দ তার তূণের মধ্যে শর দু'টো ঠিক্ ক'রে রেখে ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে ব'ল্লে, পথ ছাড়ো।

কড়্‌কড়ী দৈত্য একেবারে সোজা হ'য়ে ব'ল্লে, তুমি আমাকে অন্তরে আঘাত ক'রেছো! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে ওদের দিকে ভীষণ মূর্ত্তিতে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সর্ব্বনাশ! দৈত্যটা ওদের গিল্‌বে নাকি?

নিমেষের মধ্যে দেখা গেলো, বেঁটে-গোবিন্দ হাতে একটা তীর তুলে নিয়ে ধনুকে জুড়্‌লে, ব'ল্লে চীৎকার ক'রে, স'রে যাও, পথ ছাড়ো, নইলে···

'শাঁ শাঁ' ক'রে পর-পর দু'টো তীর এলো বেঁটে-গোবিন্দের ধনুক থেকে। লাগ্‌লো গিয়ে দৈত্যটার পায়ে। যাতনায় সে ব'সে প'ড়্‌লো। সেই অবসরে বেঁটে-গোবিন্দ, অরিন্দম ও শেলীর হাত ধ'রে দৌড়ে বাইরে এলো।

এক জায়গায় এসে ওরা থাম্‌লো। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, এখন আমরা কি ক'র্‌বো! আমি যদি জান্‌তুম কোথায় ঐ কুঁজো-বুড়ী থাকে, তাহ'লে আমরা এখুনি সোজা তার কাছে যেতুম।

শেলী ব'ল্লে, যেতে যেতে আমরা হয়তো কারুর দেখা পেতে পারি। তার কাছ থেকে কুঁজো-বুড়ীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

অরিন্দম ব'ল্লে, তাই করা হোক্। ঐ ডাইনীটার দেখা পেতে আমার ভারী ইচ্ছে। আমরা একটু আগে পর্য্যন্ত অসমসাহসিকতার কাজ ক'রেছি, এবং মনে হয় আবার এ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে যাচ্ছি। যাই হোক, শেলী, আমরাই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চারে নিযুক্ত, অন্যান্য ছেলেরা আমাদের কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব হিংসে ক'র্‌বে। আমাদের পক্ষে এটা কি কম গর্ব্বের কথা?

তারা আবার চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। বহুদূর গিয়ে, একটি ঘোড়ায় চড়া এবং সর্ব্বাঙ্গ লোহার পোষাকে ঢাকা লোককে তারা দেখ্‌তে পেলে। এর হাতে একটা প্রকাণ্ড বর্শা, পিঠে প্রকাণ্ড ঢাল ঝুল্‌ছে। বেশ পুষ্ট দেহ। কোমরে তলোয়ার—যুদ্ধের সাজ!

অরিন্দম চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, দেখো দেখো শেলী, আমাদের দিকে একটা নাইট্ এগিয়ে আস্‌ছে।

—তোমরা কে হে? নাইট্ কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। ব'ল্লে, তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছো? দু'টি ছেলেমেয়ে, আর একটি বামন; বারে, এতো ভারী মজা দেখ্‌ছি।

বেঁটে-গোবিন্দ চটে উঠ্লো। ব'ল্লে, বামন ব'ল্ছো কাকে, হে? তুমি নিজেই বামন!

—সাবধান্। ব'লে নাইট্ তার মুখোসটা খুলে ফেল্লে। ব'ল্লে, যাইহোক, তোমাদের কি কিছু ক্ষতিপূরণ করার আছে? আমার কাজ হ'লো, দৈত্যকে হত্যা করা, যারা অত্যাচারী তাদের দমন করা, অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করা, আর সমস্ত অশান্তিকে দূর ক'রে শান্তি আনা।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, উত্তম কাজ! তাহ'লে সহজেই বুঝ্তে পার্ছি যে তুমি আমাদের পথ ব'লে দেবে, ডাইনীটার সঙ্গে দেখা করবার।

—ডাইনী? কোন্ ডাইনী?

—কুঁজো-বুড়ী। যদি তুমি দয়া ক'রে—

—ও বুঝেছি! সে ভীষণ বনের মধ্যে বাস করে। সেখানে বড়ো বড়ো আর কালো কালো বাদুড় সব সময়েই উড়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছে সব সময়ে বড়ো বড়ো কালো কালো বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে খালি ভালো লোকদের ক্ষতি করে। আমি এই সব কারণে তোমার সঙ্গে ওর কাছে যেতে রাজী নই।

—তোমাকে যেতে অনুরোধই বা ক'র্ছে কে? আমি কেবল পথটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।

—তাহ'লে তুমি আমার সঙ্গে এসো। কারণ, আমি ঐ

দিকেই মাইলটাক্ পথ যাবো। পথে যদি কেউ তোমাদের উৎপীড়িত করে, তবে আমি সাহায্য ক'র্‌তেও পারি।

—চমৎকার! তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এই দু'টো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের তুমি কি ঘোড়ার ওপরে নিয়ে খানিকটা পথ পৌঁছে দিতে পারো না? একজনকে সামনে আর একজনকে পেছনে নিয়ে?

—ওদের? ব'লে নাইট্ কিছুক্ষণ কি ভাব্‌লে। আবার ব'ল্লে, আচ্ছা তাই হোক্। কেননা, আমি লোকের ভালোই ক'রে থাকি। কিন্তু ঐ ভাবে গেলে আমাকে দেখে কেউ ঠাট্টা ক'র্‌বে না তো?

—না না, একটুও না। বরঞ্চ তোমাকে আরো ভালো দেখাবে। এই ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ শেলীকে ব'ল্লে, এসো শেলী, তোমাকে ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে দি'।

নাইট্ কোনো আপত্তি কর্‌বার আগেই বেঁটে-গোবিন্দ শেলীকে তুলে দিলে তার সামনে।

অরিন্দম সার্কাসের খেলা জানতো। সুতরাং সে নিজেই তড়াক্ ক'রে লাফ দিয়ে পেছনে উঠে ব'স্‌লো।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, শেলী, অরিন্দম তোমরা বেশ আছো?

ওরা ব'ল্লে, হ্যাঁ বেশ আছি।

চ'ল্‌তে লাগ্‌লো সবাই। বেঁটে-গোবিন্দ নাইট্‌কে ব'ল্লে, টাইগারের জন্যে একটু জায়গা হবে?

—না না। ব্যস্তভাবে নাইট্‌ ব'ল্লে।

—আচ্ছা তবে থাক্‌। ওকে আমিই ব'হে নিয়ে যাই।

ভালোমানুষের মত বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে।

ওরা সবাই একটা প্রকাণ্ড দুর্গের বন্ধ-দুয়ারে এসে থাম্‌লো। নাইট্‌ তার কোমর থেকে একটা হর্ণ টেনে হাতে নিলে। তারপর তাতে দিলে ভীষণ 'ফুঁ'। দরজা গেলো খুলে। ওরা সকলে ভারী আশ্চর্য্যের সঙ্গে দেখ্‌লে যে, ভেতরে একটা অদ্ভুত লোক ব'সে আছে। লোকটাকে দেখে মনে হ'লো সার্কাসের ক্লাউন। মুখে মুখোস, মাথার দু' দিক্‌ দিয়ে দু'টো বিভিন্ন রঙের শিং, গায়ে ঘাঘ্‌রার মত জামা, একটা পায়ে লাল মোজা, আর একটা পায়ে নীল। হাতে একটা প্রকাণ্ড বল, সেটা সূতো দিয়ে একটা সরু লাঠির সঙ্গে বাঁধা।

লোকটা 'হো হো' ক'রে হেসে, নাইটের গালে দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিলে।

নাইটের রাগের সীমা রইলো না। সে তার বর্শা উঁচিয়ে ভাঁড়টাকে গেলো তেড়ে মারতে।

—শেম্‌ শেম্‌। ব'লে তড়াক্‌ ক'রে সেই লোকটা এদিকে

সরে এলো এবং পরক্ষণেই অরিন্দম ও শেলীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, তুমি এদের মারবে ?

নাইট্ চীৎকারে ব'ল্লে, ভীরু, কাপুরুষ। ওদের ছেড়ে দিয়ে দাঁড়া। তোকে একবার দেখে নি'।

ভাঁড় ব'ল্লে, শোন'। আমাকে বধ ক'র্‌লে তোমাদেরই ক্ষতি সমূহ। এই দুর্গ একেবারে মরুভূমির মত। এবং আমিই একমাত্র লোক, যে এর সিঁড়ি কোথায়, তা' জানে। আমার সাহায্য ছাড়া তুমি বিপদে প'ড়্‌বে।

শুনে নাইট্ কি ভেবে তার বর্শাটা নামিয়ে নিলে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, ওকে মেরো না। ওর দ্বারা আমাদের অনেক সাহায্য হ'তে পারে।

যেমনি না ওর কথা শেষ হওয়া, অমনি ভাঁড়টা লাফিয়ে এলো বেঁটে-গোবিন্দর দিকে। ওকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, আমি তোমার সঙ্গে চির বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'লুম।

নাইট্ ব'ল্লে, আমি তোকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারি, যদি তুই এখুনি আমাদের সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাস্।

ভাঁড় হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে তোমরা সকলে আমার পেছন-পেছন এসো। ওরা সকলে তাই ক'র্‌লে। এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে এসে প'ড়্‌লো। এই ঘরে টেবিল, টুল বেশ সযতনে পাতা। ওরা সকলে ব'স্‌লো।

ভাঁড় ওদের আহারের বন্দোবস্ত ক'র্‌লে। খেতে খেতে নাইট্‌ ব'ল্লে, এই তুর্গটা কার?

ভাঁড় ব'ল্লে, আমার প্রভুর। তিনি ভয়ানক লোক। আমি তাঁর ভাঁড়। আমার নাম, জি, এল, এম। বহু নাইট্‌ পূর্ব্বে আমার কাছে এসেছিল। তারা চেয়েছিল আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে। কিন্তু সবাই হেরে পালিয়ে গেছে।

নাইট্‌ ব'ল্লে, ও! কিন্তু তারা পালিয়ে গেছে কোথায়?

জি, এল, এম ব'ল্লে, বেশী দূর নয়। এই বাড়ীটার কিছুটা পথ গেলেই একটা কবর-প্রাঙ্গণ পড়ে, তাদের প্রত্যেকে সেখানে ভারী শান্তিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে।

খানিকক্ষণ পরে নাইট্‌ আবার ব'ল্লে, তোমার মাষ্টার এখন কোথায়?

জি, এল, এম ব'ল্লে, এখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তিনি যেকোনো মুহূর্ত্তে এখানে আসতে পারেন। আজ সকালেই তিনি একজন ভ্রাম্যমান্‌ নাইটের খোঁজে গেছেন, সঙ্গে গিয়েছেন অস্ত্রধারী সৈন্য। যাবার সময় আমাকে এই তুর্গ রক্ষা ক'রতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি ভালোই জানেন যে, আমি থাকতে কেউ এখানে পদার্পণ পর্য্যন্ত ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে না।

নাইট্‌ ব'ল্লে, কিন্তু তিনি এসে যদি দেখেন, তুমি অতিথিকে সেবা ক'র্‌ছো, তাহ'লে তিনি কি ক'র্‌বেন?

জি, এল, এম ব'ল্লে, থাক্ ও-কথা। এসো আমরা স্ফূর্ত্তি ক'রি। এই ব'লে সে হঠাৎ একটা ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে প'ড়্লো। কিন্তু তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে, চুপ্— কিসের যেনো শব্দ পাচ্ছি!

হঠাৎ দেখা গেলো, জি এল, এম এক লাফে ঘরের বাইরে গেলো এবং সেখান থেকে আর একটা কণ্ঠ-স্বর শোনা গেলো। তার পরেই জি, এল, এমকে ব'ল্তে শোনা গেলো, প্রভু আপনি যদি আমার একটা কথা শোনেন পরেই আর একটি স্বর শোনা গেলো, সে ব'ল্ছে, কোনো কারণ আমি শুনতে চাইনে। আমি যদি ঘরে অন্য কোনো লোককে দেখি, তবে তখুনি তাকে খুন ক'র্‌বো।

জি, এল, এম ওদের ঘরে একা ফিরে এলো। ও দেখ্লে, নাইট্ লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। ও খুব জোরে হাসতে হাসতে ব'ল্লে, ব'সো ব'সো। অত ব্যস্ত হয়ো না। কেমন রসিকতা ক'রেছি! যতো রকম গলার স্বর ক'র্‌তে ব'ল্‌বে, ততো রকম ক'র্‌তে পারি।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, তোমাকে বাহবা দিচ্ছি। কিন্তু তোমার নামটা বড়ো লম্বা। তোমাকে গিরিধারী ব'লেই ডাক্‌বো। কি বলো, এতে তোমার আপত্তি আছে?

জি, এল, এম বল্লে, নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। আমার

অমন নামটা কেটে তুমি বাদ দিয়ে দিচ্ছো। বাপ-মা কি বাদ দেবার জন্যে আমার নাম রেখেছে ?

অরিন্দম ব'ল্লে, তোমাকে না হয়, 'গিরিধারীলাল মেড়া' ব'লেই ডাক্‌বো, কি বলো ?

জি, এল, এম ভারী খুশী হ'য়ে ব'ল্লে, বা রে ; তোমার তো বেশ কল্পনাশক্তি আছে দেখ্‌ছি। আমার নামই যে শ্রীগিরিধারীলাল মেড়া।

বেঁটে-গোবিন্দ এবং নাইট্‌ হাসতে হাসতে ব'ল্লে, তবে তো ভালোই হ'লো।

শেলী ব'ল্লে, আমি কিন্তু অতো বড়ো নাম মুখে আন্‌তে পার্‌বো না। ওকে আমি 'মেড়া' ব'লে ডাক্‌বো।

সবাই ওর কথায় হাস্‌তে লাগ্‌লো।

ওরা সবাই বেরিয়ে প'ড়্‌লো—খানিকক্ষণ পরে দেখা গেলো, একটা লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে তাদের দিকে তীরের মত বেগে ছুটে আস্‌ছে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড বর্শা। নাইট্‌ ঘোড়ার ওপর চ'ড়ে টুক্‌ ক'রে একটা গাছের পাশে চ'লে গেলো ; আর জি, এল, এম, বেঁটে-গোবিন্দ, শেলী ও অরিন্দম এবং কুকুরটা নাইটের উল্টো দিকে দৌড়ে গেলো।

তারা বনের মধ্যে এমন জায়গায় চ'লে এলো যে সেখান থেকে তাদের সন্ধান পাওয়া খুবই শক্ত। অনেকক্ষণ

এ'কথা সে কথার পর জি, এল, এম ব'ল্লে, আমরা এখন যাবো কোথায় ?

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, কুঁজো-বুড়ীর সন্ধানে আমাদের যেতে হবে। আমাদের বাড়ী ফেরবার পথ সে জানে।

কুঁজো-বুড়ী ? বেশ বেশ। চলো তার কাছে যাওয়া যাক্। এখান থেকে অল্পদূরে অন্ধকার বনের মধ্যে সে থাকে। আমিও ওর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে বহুদিন থেকেই ইচ্ছে ক'র্‌ছি।

শেলী ব'ল্লে, সে কি ভালো মানুষ ?

জি, এল, এম ব'ল্লে দেখো, যতো ভালোই হোক্ তবু সে ডাইনী। দেখা যাক্ ওর কাছে গিয়ে। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, দেখো মিষ্টার জি, এল, এম, তোমার ও আমার পক্ষে কুঁজো-বুড়ীটার কাছে যাওয়া বেশ একটু আমোদ-জনক ব্যাপার। কিন্তু অরিন্দম ও শেলীর পক্ষে ভয়ের কারণ। তুমি এদের কাছে থেকে পাহারা দাও, আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

শেলী ব'ল্লে, না, বেঁটে-গোবিন্দ, আমরা থাক্‌বো না। তুমি যেখানে যাবে আমরাও তোমার সঙ্গে সেখানে যাবো।

অরিন্দম ব'ল্লে, আমরা নিশ্চয়ই যাবো। আমরা ডাইনী চোখে দেখিনি, আজ দেখ্‌বো। আমার খুব উৎসাহ হ'চ্ছে।

অনেক তর্কের পর ঠিক হ'লো, ওরা সকলেই ডাইনী-বুড়ির সন্ধানে যাবে।

—ডাইনী-বুড়ীর বাসায়—

ডাইনী-বুড়ির বাসার সামনে ও আশপাশে কেবল ঘাস আর গাছপালায় ভর্ত্তি। শেলী ব'ল্লে, নাইট্ ব'লেছিল যে, ডাইনী-বুড়ির চারধারে কালো কালো বেড়াল আছে; যদি টাইগারকে এখানে বেঁধে রেখে না যাওয়া হয়, তবে ও গিয়েই বেড়ালগুলোকে আক্রমণ ক'র্বে আর এতে ডাইনী-বুড়ি ভীষণ রেগে যাবে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, ভালো কথা মনে ক'রে দিয়েছো শেলী। ওকে আমার ঝাড়নটা দিয়ে ঢেকে, মানে শুধু চোখ দু'টো ঢাকা দিয়ে তোমার কোলে তুলে নাও। শেলী তাই ক'র্লে।

তারপর জি, এল, এম ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ডাইনী-বুড়ির দরজায় আঘাত ক'র্তে লাগ্লো—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

—কে দরজায় ঘা' মারে? ভেতর থেকে একটা অত্যন্ত কদর্য্য আর ঘ্যান্ ঘ্যানে স্বর বেরিয়ে এলো।

—আমি জি, এল, এম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্য রসিক। আমার সঙ্গে আরো বন্ধুবান্ধব আছে। আমরা সবাই তোমার কাছে এসেছি তোমাকে দেখ্তে। আমরা তোমাকে ভারী

ভালোবাসি মাসী। আমরা তোমাকে সম্মান দিতে এসেছি।

ডাইনী-বুড়ি সেই রকম স্বরে ব'ল্লে, দরজার গায়ে একটা দড়ি আছে। ওটাকে টান্—টেনে ভেতরে আয়।

তারা সবাই ভেতরে এলো। ডাইনী-বুড়ি উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে একটা পাত্র নিয়ে কি যেনো রাঁধ ছিল। তার মুখের দিকে চেয়েই শেলী আঁৎকে উঠ্‌লো। বাপ্‌রে কী বিশ্রী আর ভয়াবহ ঐ ডাইনীর মুখখানা!

জি, এল, এম ব'ল্লে, আমরা আবার এখানে সকলে মিলিত হ'লুম, মাসী। আমার প্রাণে আর আনন্দ ধ'রছেনা।

দেখো মাসী, তোমার চেহারাটা ভারী সুন্দর হ'য়েছে। আগে তো এমন চমৎকার তুমি ছিলে না! দেখো মাসী, আমি খুব ভালো গান গাইতে শিখেছি। শুনবে? ব'লেই যেমন সে হাঁ ক'রেছে, অমনি ডাইনী-বুড়ি খ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌লো। ব'ল্লে, তুই কে রে হারামজাদা! তুই এসব কী ব'ল্‌ছিস। তোকে তো আমি আগে এখানে দেখিনি!

ও ব'ল্লে, রাগ ক'রোনা মাসী। ওসব হাস্য-রসিকদের বাঁধা-বুলি।

ডাইনী-বুড়ি আর কিছু না ব'লে নিজের কাজ ক'রে একসময়ে একটা টুলের ওপরে ব'স্‌লো এবং ওদের প্রত্যেকের

দিকে চাইতে লাগ্‌লো ; তারপর একটা হুঙ্কার দিয়ে শেলীকে ব'ল্লে, তুমিই না একটু আগে চীৎকার ক'রে উঠেছিলে ?

শেলী ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে, হ্যাঁ।

ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, খবরদার, আর যেনো ওরকম না হয়। আচ্ছা, তোমরা কি চাও ?

বেঁটে-গোবিন্দ ওর দিকে এগিয়ে এসে ভারী বিনীতভাবে ব'ল্লে, আমরা ফিরে যাবার পথ জানতে চাই।

—ওঃ তুমি দেখ্‌ছি বামন। তুমি এখানে কি ক'রে এলে ? বেঁটে-গোবিন্দ একে একে সব ঘটনা ব'ল্লে।

শুনে ডাইনী ব'ল্লে, আমি যদি ব'লি তবে আমাকে কি দেবে ?

বেঁটে-গোবিন্দ তার কাঁধ থেকে রূপো দিয়ে বাঁধানো শিঙেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ব'ল্লে, আপনাকে এইটে দিয়ে যাবো।

—আর কি দেবে ?

—আর দেবার মত কিছুতো নেই। তবে হ্যাঁ, শেলীর গলার নেক্‌লেসটা আছে। ওটা দিতে পারি।

—দেখি তোমার নেক্‌লেস।

শেলী নেক্‌লেসটা খুলে বেঁটে-গোবিন্দর হাতে দিলে। বেঁটে-গোবিন্দ ওটা ডাইনীর হাতে দিলে।

ডাইনী-বুড়ি বারকতক সেটাকে নাড়াচাড়া ক'রে ঘৃণাভরে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ব'ল্লে, আর কি আছে?

বেঁটে-গোবিন্দ হাত জোড় ক'রে ব'ল্লে, মাসী আর তো কিছু নেই। আছে কেবল আমাদের পরণের জামা-কাপড়।

শুনে ডাইনী-বুড়ি সকলের পোষাকের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো। তারপর শেলীর কাপড়ের একটা দিকে হাত বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

ব'ল্লে, আমি যা' ব'ল্‌বো, তার যা' দাম, তা' তোমাদের এগুলো একটু দিতে পার্‌বে না।

কিছুক্ষণের জন্যে সেই ঘরের মধ্যে একটা অত্যন্ত বিশ্রী নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে লাগ্‌লো। এমন কি, জি, এল, এম যে নাকি সবতাতেই বক্‌বক্ করে, সেও বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, আমাকে হাসা দিকিন্। তোর রসিকতা কেমন একবার দেখ্‌বো।

জি, এল, এম ব'ল্লে, হাসাবো তোমাকে মাসী, হা-হা-হা সেতো খুব আনন্দের কথা। তুমি হাসবে? আমার রসিকতা উপভোগ ক'র্‌বে?

ডাইনী-বুড়ি টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে রাগতঃভাবে চীৎকার ক'রে ব'ল্লে, আমি আনন্দ উপভোগ ক'র্‌তে চাই।

তোর কাজই হ'লো, হাসানো, না ? ওরকম বেরসিকের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।

—আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌বো, মাসী। বোধহয় কিছু সুড়্‌সুড়ি দেওয়া তামাসা তোমাকে সন্তুষ্ট ক'র্‌বে। যদি তাই হয়, তবে আমাকে বলো, একটা বনফুল আর—

ডাইনী-বুড়ি বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, জানি না।

—ওঃ—তবে গান ?

—মাত্র না।

—ওঃ তাহ'লে হাসির গল্প তোমার ভালো লাগ্‌বে।

—চুপ্‌। ব'লে ডাইনী-বুড়ি হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাফিয়ে উঠ্‌লো জায়গা থেকে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, দেখো মাসী, কড়্‌কড়ী দৈত্য আমাকে ব'ল্‌ছিল যে তুমি আমাকে ব'ল্‌বে—

—কড়্‌কড়ী ? ব'লে বুড়ি ঘুরে দাঁড়ালো ওর দিকে। ব'ল্লে, তুমি কড়্‌কড়ীকে তবে দেখেছো ?

—হ্যাঁ মাসী, আমরা ওর ওখানে একরাত্তির ছিলুম। সে ব'লেছিল যে, তুমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাও। এবং সে আমাকে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌তেও ব'লেছিল।

—কিন্তু ওখান থেকে চ'লে এলে কেন ?

—কারণ, এ্যা কারণ—

বেঁটে-গোবিন্দ কথাটা শেষ ক'র্‌লে না।

ডাইনী-বুড়ি তারপর ব'সে ব'সে ভাবতে লাগ্‌লো। আর মধ্যে মধ্যে ওদের প্রত্যেকের পানে চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। অতি অকস্মাৎ সে অসম্ভব রকম খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। তারপর সে নিজের টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শেলীর গায়ে আদরে চাপড় মেরে ওকে ব'স্‌তে ব'ল্লে।

—তোমরা সকলেও ব'সো। তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো কেন হে, এ্যা? এখানে অনেক টুল্ আছে। তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে? আচ্ছা, শিগ্‌গীরি তোমাদের জন্যে খাবার তৈরী ক'র্‌ছি। আমি চাই না যে, তোমরা এখান থেকে গিয়ে লোকের কাছে ব'ল্‌বে, তোমাদের বুড়ি-মাসী না খাইয়েই তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে।

ডাইনী-বুড়ির এই প্রকার ব্যবহার সকলের কাছে ভারী আশ্চর্য্যের ব্যাপার ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো। বেঁটে-গোবিন্দ ঘরের একটা কোণে তার বোঝা নামিয়ে রেখে এক বাল্‌তি জল চেয়ে নিলে। তাতে চিরুণীটা পরিষ্কার ক'রে শেলীকে দিলে তার চুল ঠিক ক'রে আঁচড়াবার জন্যে। কুকুরটাকে ডাইনী-বুড়ির আদেশ মত একটা ঝুড়িতে পুরে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে টাঙিয়ে রাখা হ'লো। নীচে থেকে কালো বেড়াল গুলো তার দিকে চেয়ে চেয়ে এদিক ওদিক দৌড়-দৌড়ি ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

তারপর সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া ক'র্‌লে। খেতে খেতে ডাইনী-বুড়ি ওদের প্রতিশ্রুতি দিলে যে, ঐ শিঙে আর নেক্‌লেসের বদলে তাদের পথ ব'লে দেবে। কিন্তু আর একটা জিনিষ এনে দিতে হবে বেঁটে-গোবিন্দকে। সে হ'চ্ছে যাকে বলে গিয়ে তোমার, একরকম নিদ্রাজনক উদ্ভিদ্।

রাত্রি এলো। ডাইনী-বুড়ি একখানা ঘর দেখিয়ে

ছেলেদের ব'ল্লে, তোমরা এখুনি শুতে যাও। ঘরের মধ্যে প্রচুর চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে। হ্যাঁ, এই রসিক লোকটা রান্না ঘরে শোবে'খন। আর বেঁটে-গোবিন্দ আমার সঙ্গে বাইরে বেরুবে।

শেলী ফিস্ ফিস্ ক'রে বেঁটে-গোবিন্দকে ব'ল্লে, তুমি আমাদের একা ফেলে যাবে?

—হ্যাঁ শেলী! কিন্তু আমি কাল সকালেই ফিরে আস্‌বো। এমন সময় ডাইনী-বুড়ি ব'লে উঠ্‌লো, এসো এসো। আমি সমস্ত রাত্তির ধ'রে তোমার জন্যে তা' ব'লে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বো না।

—রাত্রে যা' ঘট্‌লো—

হঠাৎ অরিন্দম একটা কিসের শব্দ শুনে জেগে উঠে ব'স্‌লো। দেখ্‌লে, ঘরের ভেতরে চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে। শেলী আর টাইগার বেশ নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময়ে দেখা গেলো, আস্তে আস্তে ঘরের বাইরের দিকের শার্শিটা খুলে গেলো।

—অরিন্দম শব্দ ক'রো না। আমি জি, এল, এম।

অরিন্দম, শার্শিটার কাছে মুখ বাড়িয়ে ব'ল্লে, কেন, কিছু গোলমাল হ'য়েছে নাকি?

—প্রত্যেক দিকেই গোলমাল। তুমি শেলীকে জাগিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে এসো।

অরিন্দম চালাক ছেলে। সে সময় নষ্ট না ক'রে শেলীকে ঠেলা দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্লে, চুপ্, শব্দ ক'রো না। সে চোখ রগড়িয়ে উঠে ব'স্তেই জি, এল, এমকে দেখ্তে পেলে।

তারপর তারা বাইরে বেরিয়ে এলো।

জি, এল, এম ব'ল্লে ডাইনী-বুড়ির এখানে একটা বিরাট দৈত্য এসেছে। সে ওর সঙ্গে কথা ব'ল্ছে নীচেতে। আমি ঠিক ব'ল্ছি ও কড়্কড়ী দৈত্য।

অরিন্দম লাফিয়ে উঠ্লো—কড়্কড়ী দৈত্য—বলো কি ?

—হ্যাঁ, তাই ব'লেই আমার সন্দেহ হয়। কেননা, তুমি আমাকে ওর যে-যে বর্ণনা দিয়েছিলে, তার সঙ্গে সবই মিলে যাচ্ছে। ডাইনী-বুড়ি আর কড়্কড়ী দৈত্য একসঙ্গে খিড়্কী-দরজা দিয়ে এসে ঘরে ব'সে কথা ব'ল্ছে। ওদের কথা আমি খানিকটা শুনেছি। শুনে বুঝ্লুম যে, তুমি আর শেলী—এই দু'জনই হ'লো কথার কেন্দ্র। তারা তোমাদের খেতে চায়।

শুনে ওরা ভয়ে আঁৎকে উঠ্লো। ব'ল্লে, চলো এখুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

জি, এল, এম একটা মোটা এবং শক্ত দড়ি বার ক'রে

শার্শির ফ্রেমের সঙ্গে আচ্ছা ক'রে বাঁধ্লে। ডাইনী-বুড়ির শার্শির ফ্রেম্, দরজার ফ্রেম এতো মোটা আর শক্ত যে, বলা যায় না। রসিক ব'ল্লে, তোমরা আগে একে একে নীচে নেমে যাও, শেষে আমি নামবো।

ওর কথা মত কাজ হ'লো। প্রায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দেখা গেল, ওরা, মায় টাইগার পর্য্যন্ত নীচে নেমে এসেছে।

জি, এল, এম ওদের হাতধ'রে দৌড়তে সুরু ক'র্লো।

অরিন্দম হঠাৎ দাঁড়িয়ে ব'ল্লে, কিন্তু বেঁটে-গোবিন্দর কি হবে? যখন সে দেখ্বে যে আমরা নেই, তখন সে কি ভাববে?

শেলী ব'ল্লে, হ্যাঁ, আমরা বেঁটে-গোবিন্দকে ছেড়ে যেতে পারবোনা।

শুনে জি, এল, এম ব'ল্লে, বেঁটে-গোবিন্দর জন্যে আমাদের ভাবা উচিত নয়। কেননা, সে সাহসী, ও জোরালো মানুষ। লড়াই করার অস্ত্র তার কাছে আছে। নিজেকে রক্ষা কর্‌বার তার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমাদের আছে কি? যখন সে জানতে পার্‌বে আমরা নেই, তখন সে নিশ্চয়ই আমাদের অনুসরণ ক'র্‌বে। আমরা এই ভীষণ বনের বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌বো।

এই সঙ্গত কথায় ওরা আর কিছু আপত্তি ক'র্‌লো না। তারা আবার যাত্রা সুরু ক'র্‌লে—ভারী দ্রুতগতিতে। যদিও

পথের ওপরে পরিষ্কার চাঁদের আলো প'ড়েছে, তবু মাঝে মাঝে তারা এমন জায়গায় এসে প'ড়্তে লাগ্লো, যেখানে অত্যন্ত অন্ধকার।

চ'ল্তে চ'ল্তে সকাল হ'য়ে গেলো। এক জায়গায় ওরা সকলে ব'সে বিশ্রাম ক'র্তে লাগ্লো। অরিন্দম ব'ল্লে, আচ্ছা ওরা, মানে কড়্কড়ী দৈত্য আর ডাইনী-বুড়ি কি আমাদের অনুসরণ ক'রে এখানে হাজির হবে?

জি, এল, এম ব'ল্লে, আমার মনে হয়, না। কেননা, ডাইনী-বুড়ি আর কড়্কড়ী দৈত্য খাওয়াতে ব্যস্ত আছে।

অরিন্দম জিজ্ঞাসা ক'র্লে, কি খেতে ব্যস্ত আছে? শাকশব্জী?

—না, কড়্কড়ী দৈত্যের ব্যাগের মধ্যে গরুর অনেক হাড় আছে। ও যখন ডাইনী-বুড়ির সঙ্গে কথা ব'ল্ছিল, তখন সে গরুর হাড় চিবচ্ছিল।

শেলী আতঙ্কে ব'ল্লে তা' হ'লে সে অমন সুন্দর গরুটাকে মেরে-ফেলেছে?

যদিও শেলীর ভয় হ'য়ে ছিল, তবু সে ভারী দুঃখিত হ'লো। ঐ গরুর কাছ থেকে ওরা দরকারের সময় যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পেয়েছিল! আহা ব্যাচারা!

খানিকটা পরে সূর্য্য উঠ্লো। তারা আবার চ'ল্তে

লাগ্‌লো। কিছুদূর যাবার পর ওরা দেখ্‌তে পেলে একজন নাইট্ ঘোড়ার ওপর চ'ড়ে যুদ্ধের বেশে সজ্জিত হ'য়ে তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

নাইট্ ওদের কাছে পৌঁছতেই, অরিন্দম হঠাৎ 'সামার সল্ট' খেয়ে দাঁড়ালো। ও টপ্ ক'রে নাইটের বাঁ পা' চেপে ধ'র্‌লে।

নাইট্ ব'ল্লে রেগে, কে রে তুই বদ্ ছোক্‌রা? ছাড় আমার পা'।

এই ব'লে নাইট্ এক ঝট্‌কায় পা' ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে প'ড়্‌লো, তারপর ওদের তিনজনকে মায় টাইগারকে ধ'রে নিয়ে চ'ল্লো।

—বেঁটে-গোবিন্দের প্রত্যাবর্ত্তন—

বেঁটে-গোবিন্দ বাড়ীর কাছে এসে অরিন্দম আর শেলীকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। কেউ দৌড়ে তার কাছে এলো না। সে ভারী ব্যস্ত ভাবে ঘরের দোর গোড়ায় গিয়ে দরজা ঠেল্‌তেই দরজা খুলে গেলো। কিন্তু এখানেও সে কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। সে আবার আরো জোরে এবং আরো ব্যস্তভাবে ওদের নাম ধ'রে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। এমনি সময় কড়্‌কড়ী দৈত্য ধীরে ধীরে তার কাছে এসে হাজির হ'লো।

কড়্কড়ী দৈত্য অত্যন্ত কর্কশ ভাবে প্রশ্ন ক'র্লে, কি হে, এখানে কি চাও ?

—ছেলেমেয়েরা গেলো কোথায় ?

—ছেলেমেয়ে ? বারে ! আমি কেমন ক'রে জানবো ?

—তুমি জানো কি না দেখ্ছি।

এই ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ হাতের ঝুলিটা নামিয়ে রেখে ধনুকে টঙ্কার দিলে।

কড়্কড়ী দৈত্য ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে, তোমার ধনুক নামাও। ছেলেমেয়ে দুটো কাল রাত্রে সেই রসিক লোকটার সঙ্গে চ'লে গেছে। আমি কিন্তু দেখিনি। ডাইনীমা' তাই বলে। আমি কি ক'রে জান্বো ? —হুঁ ! ডাইনী-বুড়ি কোথায় ? শিগ্গীর বল্ !

—সে তাদের দেখ্তে দৌড়ে গেছে। তুমি ধনুক নামাও, আমার ভারী ভয় ক'র্ছে।

বেঁটে-গোবিন্দ নীরবে ভাবতে লাগ্লো ! তাইতো—এখন কী করা যায় ?

কড়্কড়ী দৈত্য একখানা টুলের ওপর ব'সে ব'ল্লে, ব'সো ! সে এখুনি হয়তো ফিরে আসবে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'সে প'ড়ে ভাবতে লাগ্লো। এমন সময় ডাইনী-বুড়ি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুক্লো।

—ওঃ তুমি ফিরে এসেছো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু অরিন্দম আর শেলী কোথায় ?

—তারা সেই বোকাটার সঙ্গে চ'লে গেছে।

—চ'লে গেছে? কোথায়?

আজ রাত্রে কলুই রাজা ওদের পাবে।

যখন আমি জান্‌তে পারলুম যে, ওরা চ'লে গেছে, তখন আমি ওদের পেছন পেছন দৌড়লুম। কিন্তু ধ'রতে পারলুম না। কেননা, আমার কিছু দেরী হ'য়ে গেছলো যেতে। সেই ভাঁড় ও ছেলেমেয়েদের বেঁধে নাইট্ নিয়ে গেছে।

—তারা কোন্ দিকে গেছে? আমি তাদের ধ'রবো।

—ওঃ তুমি ওদের ধ'রবে? তোমার এরকম আশা করাইতো বোকামি। তারা ঘোড়ার ওপর চ'ড়ে কখন গেছে—তাদের কি ক'রে তুমি ধ'রবে?

—কিন্তু ওরা এখান থেকে পালালো কেন?

—আমি কেমন ক'রে জানবো, বলো? আমি তো তাদের কোনো ক্ষতি ক'র্‌তে যাইনি। তবে তুমি যদি তাদের বাঁচাতে চাও, তবে আমি তোমাকে একমাত্র উপায় ব'লে দিতে পারি।

—ধন্যবাদ মাসী।

—কিন্তু দাঁড়াও আগে, আমি প্রাতঃভোজন শেষ ক'রি।

আহারের পর ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, ওই ছেলেমেয়ে দু'টো বড়োই বিপন্ন। তুমি রাজা কুলুইয়ের সম্বন্ধে কিছু জানো না,

কিন্তু আমি অনেক জানি। সে যেসব কাণ্ড ক'রেছে, তার আদ্ধেক যদি আমি তোমাকে ব'লি, তা হ'লে তোমার মাথার চুল ভয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে। আর সেই দৃশ্যটা আমার পক্ষে একেবারেই শোভনীয় হবে না ব'লেই, আমি সে সব বৃত্তান্ত তোমাকে ব'ল্‌বো না। তবে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি যে, ঐ কলুই রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বদ্‌রাগী। এখন ছেলেমেয়ে দুটোকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে কলুই রাজাকে আগে তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, কিন্তু ওদের মত নিরীহ মানুষকে হত্যা ক'রে তার কী লাভ হবে?

শুনে ডাইনী-বুড়ি ঘৃণাভরে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। হাসি থামলে ব'ল্লে, কি লাভ? কলুই রাজা খেলার ছলে মানুষের প্রাণ নেয়। দেখো, তর্ক ক'রে লাভ নেই। আসল কথা হ'চ্ছে, যেকেউ কলুই রাজাকে হত্যা ক'রুক। আমি কড়্‌কড়ীকে একাজে নিযুক্ত ক'রেছিলুম। কিন্তু ওর দ্বারা হবে না। তুমি তাকে হত্যা ক'র্‌বে। মনে রেখো, ছেলে-মেয়ে দুটোকে রক্ষা কর্‌বার ঐ একমাত্র উপায়।

বেঁটে-গোবিন্দ তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লো। ব'ল্লে, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। দেখি, আমি এই ধনুকের সাহায্যে কি ক'র্‌তে পারি।

ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, তোমার ধনুকের দ্বারা সেখানে কিছু

হবে না। কারণ, কলুই রাজা সব সময়েই প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত। তুমি তাকে শরের আঘাত কর্‌বার কোনো সুবিধেই পাবে না। একটা মাত্র উপায় আছে, যা' নিশ্চয়ই সফল হবে।

বেঁটে-গোবিন্দ ব'লে, তুমি যেমনি ভাবে আমাকে আদেশ ক'র্‌বে মাসী, আমি ঠিক তেমনি ভাবেই তোমার আদেশ মেনে চ'ল্‌বো।

ডাইনী-বুড়ি আনন্দিত হ'য়ে ব'ল্লে, এই রকম লোকই আমি চাই। আচ্ছা, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো।

এই ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে। ব'ল্লে, ঠিক হ'য়ে ব'সো—আমি যা' ব'লি, মন দিয়ে শোন'। এর মধ্যে কোনো ভুল বা মিথ্যে নেই।

বেঁটে-গোবিন্দ ঠিক হ'য়ে ব'সে আগ্রহপূর্ণভাবে শুন্‌তে লাগ্‌লো—ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, রাজার প্রাসাদে তোমাকে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে। আর সেটা কাজে পরিণত ক'র্‌তে হ'লে তোমাকে মাথায় একটা টুপি প'র্‌তে হবে, এই টুপি প'র্‌লে তোমাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না, অথচ তুমি সকলকে দেখ্‌তে পাবে। এই দেখো সেই টুপি।

এই ব'লে সে একটা টুপি বের ক'রে ব'ল্লে, এর বয়েস সাতশো' বছর। কিন্তু মনে রেখো, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার

এই টুপির দরকার হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত টুপি মাথায় দেবে না। তুমি যদি টুপিটা এখন মাথায় দাও, তবে দশ মিনিটের জন্যে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না, আর এর যা' শক্তি, সেটা চিরকালের মত নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমি কি ব'ল্‌ছি বুঝ্‌তে পার্‌ছো ?

—হ্যাঁ মাসী। তুমি ব'ল্‌তে চাও যে, আমি প্রাসাদে গিয়ে ঐটা মাথায় দোবো!

ঠিক ব'লেছো। এই ব'লে ডাইনী-বুড়ি একখানা পাতলা ছড়ি হাতে নিয়ে ব'ল্লে, এটা দেখ্‌ছো তো ?

—হ্যাঁ! কিন্তু ওটার ব্যবহার কি ?

—এর ভেতর একটা ধারালো তলোয়ার আছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি এটা শূন্যে ঘোরাবে, সেই মুহূর্ত্তেই এর ভেতর থেকে একটা ধারালো তলোয়ার বেরুবে। এর সাহায্যে যে লোককে মারবে, সে কেটে দু'খানা হ'য়ে যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, যেমনি কোনো লোককে আঘাত ক'র্‌বে, অমনি ওটা আবার একটা ছড়িতে পরিণত হবে, আর এর ক্ষমতা নষ্ট হবে।

—হ্যাঁ মাসী। তুমি ব'ল্‌ছো যে, রাজাকে মারবার জন্যেই এটা আমি ব্যবহার ক'র্‌বো।

—বেড়ে চালাক লোক তো তুমি! দেখো তুমি যখন রাজাকে খুন ক'র্‌বে, তখন প্রাসাদে নিশ্চয়ই একটা খুব হৈ-চৈ

প'ড়ে যাবে, তখন তোমাকে পালিয়ে আসতে হবে তো! ঐ অত্যাচারী রাজাকে সাবাড় ক'র্‌লে প্রজারা শক্তিশালী হবে, আর যতো বন্দী আছে সবাইকে ছেড়ে দেবে; সুতরাং এর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেমেয়ে তুটিও খালাস হবে। কিন্তু তোমাকে দৌড়ে পালাতে হবে।

—হ্যাঁ মাসী। কিন্তু এটা কি ক'রে আমি ঠিক মত ক'র্‌বো? ডাইনী-বুড়ি একজোড়া চটি বার ক'রে ব'ল্লে, এই যে জুতো দেখ্‌ছো, এর গতি ভয়ানক। যে মুহূর্ত্তে তুমি ঐ কাণ্ড ক'র্‌বে, সেই মুহূর্ত্তেই জুতো জোড়া প'রে লাগাবে দৌড়।

বেঁটে-গোবিন্দ চীৎকার ক'রে ব'ল্লে, আমি এখুনি যাত্রা ক'র্‌বো। ব'লেই সে ঐসব অদ্ভুত জিনিষগুলি একটা পুঁটুলিতে বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। ব'ল্লে, আমাকে কোন্ পথে যেতে হবে ব'লে দাও।

ডাইনী-বুড়ি পথ ব'লে দিলে। বেঁটে-গোবিন্দ তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে নেমে প'ড়্‌লো পথে। ডাইনী-বুড়ি ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। তারপর এক-সময়ে ফিরে এসে ব'সে প'ড়ে হো হো ক'রে হাসতে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ ধ'রে খুব হাসবার পর ডাইনী-বুড়ি কড়্‌কড়ী দৈত্যকে ডাক্‌লো। সে এসে তার সামনে ব'সে ব'ল্লে, তুমি ঐ বেঁটেটাকে পাঠালে কোথায়?

—ও-হো-হো, ই-হি-হি ক'রে খুব খানিকটা হেসে ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, তোমার কথাতে আমার রাগ হ'চ্ছে! এখন উত্তর দাও, যদি আমি ঐ ছেলেমেয়ে দু'টোকে তোমায় দি' তবে তুমি কলুই রাজাকে খুন ক'র্বে?

—কিন্তু তারা তোমার হাতের বাইরে। কি ক'রে তুমি তাদের দেবে?

—ফুঃ, আমি যদি মনে ক'রি, এখুনি ওদের এখানে আনতে পারি।

—কিন্তু ঐ বেঁটেটাকে পাঠালে না কেন? ওতো যথেষ্টই বোকা।

—হ্যাঁ, সে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার চেয়েও বোকা। সেই জন্যেই তো তাকে আমি দূর ক'রে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমি ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে দেখেছি যে, রাজাকে খুন ক'র্তে হ'লে একটা দৈত্যের দরকার।

—ওঃ! আচ্ছা তোমার ঐ ম্যাজিক কি বলে, দৈত্যের ভাগ্যে কি ঘট্বে?

—হ্যাঁ বলে বৈকি। এ বলে যে, দৈত্যটা জীবনে সুখে বাস ক'র্বে।

শুনে কড়্কড়ী অবিশ্বাসে মাথা নাড়্তে লাগ্লো। তারপর ব'ল্লে, আমি অবশ্যই একাজ ক'র্বো। কিন্তু তার আগে সেই দু'টো ছেলেমেয়েদের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। তুমি

তাদের এখানে আনো এবং আমার জন্যে নিরাপদে রাখো। তবে আমি সেখানে যাবো এবং তোমার আদেশ অনুযায়ী কাজ ক'র্‌বো।

ডাইনী-বুড়ি এই কথায় তার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চাইলে, ব'ল্লে, তুমি আমাকে চটিয়ে দিচ্ছো দেখ্‌ছি। আচ্ছা, তোমাকে দেখাবো!

কড়্‌কড়ী দৈত্য তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, না না। দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করো। দেখো, আমি যদি এখুনি তাদের দেখি, তবে তোমার কাজে আমি চারগুণ উৎসাহে নামতে পারবো। গরুটাকে খেয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষিধে এখনো যাইনি।

ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, ওদের না দেখালে তুমি কাজে নামবে না?

—নিশ্চয়ই তাই। ওদের কথা ব'লে তুমি আমাকে বড়োই ব্যস্ত ক'রে তুলেছো।

ডাইনী-বুড়ি রেগে ব'ল্লে, দেখাটেকা হবে না। যখন আমি ওদের এখানে নিরাপদে আনবো, তখন তুমি দেখ্‌বে। তার আগে নয়। তোমার সঙ্গে কুড়ুল আছে?

—হ্যাঁ, এখানে আছে। এই ব'লে কড়্‌কড়ী দৈত্য ঘরের কোণ হ'তে একটা প্রকাণ্ড কুড়ুল তুলে নিয়ে এলো। ব'ল্লে, দেখো, তুমি যদি ওদের দেখাতে পারো, তবে আমার কাজে যা'

উৎসাহ হবে, তা' আর কি ব'ল্‌বো! আহা! ছেলেমেয়ে দুটোর ভারী নরম নরম মাংস!

এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কড়্‌কড়ী দৈত্য মুখ চোখাতে লাগ্‌লো।

ডাইনী-বুড়ি তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে ব'ল্লে, তোমার সত্যিই কিছু উৎসাহ দরকার। আচ্ছা, এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো; আমি ওদের নিয়ে আসছি।

এই ব'লে সে বিকট ভাবে হাসতে হাসতে চ'লে গেলো।

—রাজা কলুই—

রাজা কলুই লম্বা-চাওড়া। বুক পর্য্যন্ত সাদা ধব্‌ধবে দাড়ি লুটোচ্ছে। লোকটাকে দেখে মনে হয়—বেশ আমোদে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশ হাস্য-পরিহাস করে।

রাজার দরবারে সকলে উপস্থিত। কলুই রাজা নাইট্‌কে ডেকে ব'ল্লে, তুমি আমাকে বলো, কেমন ক'রে এই ছেলে মেয়ে দুটির এবং এই ভাঁড়ের সন্ধান পেলে।

—মহারাজ, আমি এদের বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলুম। গভীর বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমি বিশেষ চিন্তিত হলুম ওদের জীবনের সম্বন্ধে। যাতে ওরা প্রাণে মারা না যায়, তার জন্যেই আমি মহারাজের দরবারে

ওদের এনেছি। এর বেশী আমি জানিনে। মহারাজ, আপনার ওপর আমি নির্ভর ক'রি। আপনিই বিচার করুন।

এই সময় জি, এল, এম ব'লে উঠ্‌লো, তুমি বড্ডো কুঁড়ে।

—চুপ্‌। কলুই রাজা গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো।

সঙ্গে সঙ্গে জি, এল, এম, ভয়ে তার মুখের ওপর দু'হাত চাপা দিলে।

কলুই রাজা হুকুম ক'র্‌লে, এখুনি এই জানোয়ারটাকে আমার সুমুখ থেকে নিয়ে যাও। এর বিচার ঠিক সময়েই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন অস্ত্রধারী সৈনিক ভাঁড়কে ঘিরে দাঁড়ালো।

তারপর ওদের হুকুম হ'লো সাজাবার। অরিন্দম ও শেলীকে অন্য ঘরে নিয়ে বেশ ক'রে সাজানো হ'লো।

কলুই রাজা ওদের নিয়ে আহারে প্রবৃত্ত হ'লো। এই সময় অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সে সব ব্যাপার খুলে ব'ল্লে। শুনে রাজা সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে ব'ল্লে, সে নিশ্চয় নিরাপদে ফির্‌বে। রাজা কথা দিলে যে, সে শীঘ্রই বেঁটে-গোবিন্দর খোঁজে চারদিকে লোক পাঠাবে।

হঠাৎ চীৎকার-ধ্বনি উঠ্‌লো এবং শেলী ও অরিন্দম ভারী আশ্চর্য্যে দেখ্‌লে, বেঁটে-গোবিন্দকে।

বেঁটে-গোবিন্দ লাফ দিয়ে সামনে এলো। তৎক্ষণাৎ

রাজার দিকে সেই ছড়িটা বাড়িয়ে নাচতে সুরু ক'র্‌লো। রাজা এরকম আচরণে ভেব্‌ড়ে গেলো।

হঠাৎ দেখা গেলো, বেঁটে-গোবিন্দ সেই ম্যাজিক জুতো প'রে আর ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন সৈনিকের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেলো। কেউ ওকে ছুঁতেও পার্‌লে না।

শেলী ও অরিন্দম আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, বেঁটে-গোবিন্দ, বেঁটে-গোবিন্দ।

রাজা শুনে ব'ল্লে, তাই নাকি! এই বেঁটে-গোবিন্দ! হো-হো হো। এযে একেবারেই নিরীহ, বাপ্‌রে, আমি মনে ক'রেছিলুম ,কি না কি!

পরের দিন সকালে বেঁটে-গোবিন্দকে কলুই রাজার মন্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তোমার নাম কি?

—গোবিন্দ।

—বয়েস?

—দু'শো সত্তোর

—তুমি কি কাজ করো?

—কুমোর, মশাই।

—কিন্তু তুমি তোমার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এদেশে কেন?

—কারণ······

বেঁটে-গোবিন্দ এটুকু ব'লেই চুপ্ ক'র্‌লো।

—ওসব চাপা দাও। দেখো, তুমি যদি না বলো, তবে তোমার জীবন শেষ হ'য়ে এসেছে, মনে রেখো।

—ডাইনী-বুড়ি ব'লেছিল যে, তোমাদের রাজা ভয়ানক অত্যাচারী।

শুনে মন্ত্রী রাজার দিকে চেয়ে ব'ল্লে, সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি মহারাজ, আপনার বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র চ'লেছে, তা' জান্‌তে পারা গেলো।

রাজা বেঁটে-গোবিন্দর দিকে কটাক্ষে চেয়ে ব'ল্লে, তাই তো মনে হ'চ্ছে।

একটু পরে রাজা আবার ব'ল্লে, আসল ব্যাপারটা কি বেশ পরিষ্কার ক'রে বলো তো।

বেঁটে-গোবিন্দ সব খুলে ব'ল্লে। শুনে রাজা ব'ল্লে সত্যি কথা। সবই ওদের কথার সঙ্গে মিলে গেছে।

মন্ত্রী কি যেন ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময়ে দরজায় বাইরে থেকে ঘা' প'ড়্‌লো। একটু পরেই সহর-রক্ষণীয় সৈনিকের ক্যাপটেন্ দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ ক'র্‌লো। এবং রাজাকে দীর্ঘ সেলাম দিয়ে ব'ল্লে, মহারাজ আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য মার্জ্জনা ক'রুন। হঠাৎ একদল সশস্ত্র সৈন্য এসে দু'টো ছেলেমেয়ে এবং বেঁটে লোকটাকে নিয়ে যেতে চায়।

—বলো কি ! সশস্ত্র সৈন্য ?

—হ্যাঁ মহারাজ, তারা সবাই অস্ত্রধারী। তাদের দলের সবাই বুটপরা, বেশীর ভাগ বামন। তারা ব'ল্‌ছে, যে, ঐ তিনজনকে যদি নিরাপদের মধ্যে দিয়ে পায় তবে তারা সবাই শান্তিতে চ'লে যাবে !

—আচ্ছা, তাদের আসতে দাও। আমি ওদের দলপতির সঙ্গে কথা ব'ল্‌বো !

—মহারাজ, তারা ইতিমধ্যেই প্রাসাদে প্রবেশ ক'রেছে।

—আচ্ছা, আমি যখন সিংহাসনে ব'স্‌বো, তখন ওদের হলের মধ্যে আন্‌বে।

যেমন রাজার আজ্ঞা, তেমনি কাজ। রাজা সিংহাসন ত্যাগ ক'রে সুমুখ দিকে এগিয়ে এলো। রাজা ওদের দলপতির সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে অভিবাদন ক'র্‌লে। তারপর রাজা দলপতিকে হাত ধ'রে নিজের সিংহাসনের পাশে বসালে। তারপর হুকুম হ'লো, শেলী আর অরিন্দমকে এখানে আন্‌তে।

শেলী ও অরিন্দমকে ভালো পোযাকে সজ্জিত ক'রে আনা হ'লো। ওদের দলপতি দু'জনকেই অভিবাদন ক'রে কপালে চুমু খেলে। শেলী এবং অরিন্দম উভয়েই প্রায় এক সঙ্গে তাকে ব'ল্লে যে এখুনি বেঁটে-গোবিন্দকে উদ্ধার ক'রে আনা হ'ক, কেননা, তাকে কয়েদখানায় বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে।

দলপতি কলুই রাজার দিকে ফিরে ব'ল্লে, আমাদের গোবিন্দর খপর কি ? শুন্‌ছি সে নাকি বিপদে প'ড়েছে ?

রাজা ব'ল্লে, তাকে তুমি এখুনিই দেখ্‌তে পাবে।

ব'লেই সে সৈনিককে ইসারা ক'র্‌লে। খানিকক্ষণ পরে বেঁটে-গোবিন্দকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আনা হ'লো।

তাকে দেখে দলপতি আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, হ্যালো গোবিন্দ ! কিন্তু ওকি, তুমি যে লোহার শেকলে বাঁধা প'ড়েছো !

বেঁটে-গোবিন্দ এবার কোনো কথা না ব'লে, ঘাড় হেঁট ক'রে শুধু শেকলটা নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

কলুই রাজা ব'ল্লে, আমি ওদের সবাইকে ছেড়ে দোবো। যদি ও তোমাদের গোবিন্দ আমাকে হত্যা করবার মতলবে এখানে এসেছিল।

পরের দিন সকাল বেলা প্রাতঃ ভোজনে ব'সেছে, কলুই রাজা আর বেঁটে-সর্দ্দার অর্থাৎ দলপতি। এমন সময়ে একটি পরিচারিকা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রাজার পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে দম নিতে নিতে ব'ল্লে, শেলী আর অরিন্দমকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না—সে কি ? কোথায় গেলো ?

—হায় হায় ! তাতো আমি জানিনে মহারাজ ! সবাই সব জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছে, কিন্তু কোথায়ো তাদের পাওয়া যায় নি।

—অসম্ভব, অসম্ভব। প্রহরীদের মধ্যে দিয়ে কি ক'রে তারা পালাবে?

—না মহারাজ, কোথায়ো নেই।

এই আতঙ্কের মধ্যে প্রহরীদের কর্তাকে ডেকে পাঠানো হ'লো। সে হন্তদন্ত হ'য়ে রাজার সুমুখে এসে এক দীর্ঘ সেলাম দিয়ে দাঁড়ালো। রাজা তাকে দেখে ভারী রেগে ব'ল্লে. এসব কি ব্যাপার! তোমার উপস্থিতিতে এসব ঘটে কেন? এখন বলো দিকিন্, দু'টো ছেলেমেয়েকে কি আজ সকালে ফটোক দিয়ে যেতে দেখেছো?

—না মহারাজ; কেবল আপনার নফর্‌রা প্রাসাদের কাজে ফটোক দিয়ে যাওয়া আসা ক'রেছে। তাদের সঙ্গে একটা বৃদ্ধ লোকওছিল।

—বৃদ্ধ লোক? তার রকম-সকম কি রকম ছিল?

—ভারী অদ্ভুত প্রকারের, মহারাজ। সে প্রত্যূষেই এসেছিল মহারাজের জন্যে বেশ পুষ্ট সিদ্ধ মুরগী দিতে। তার লম্বা সাদা দাড়ি বুকে প'ড়ে ছিল। মাথায় ছিল একটা প্রকাণ্ড টুপি। গায়ে দিয়েছিল, একটা লম্বা আবরণ। সে গাধার ওপরে চ'ড়ে এসেছিল।

রাজা চিন্তিত হ'য়ে ব'ল্লে ওসব বাজে কথা তো আমার কিছুই সাহায্যে এলো না।

—কিছুমাত্র না, মহারাজ! বৃদ্ধ লোকটা যখন মুরগী

বিক্রী ক'রে বেরিয়ে আসছিল, তখন সে তার লম্বা আবরণের মধ্যে থেকে ব্যাগ্‌পাইপ বার ক'রে এক অদ্ভূত 'গৎ' বাজাতে লাগ্‌লো। তারপর সে তার গাধার ওপরে উঠে ব'স্‌লো। গাধার তু'পাশে তু'টো ঝুড়ি ঢাকা দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল আমাদের কানে এখনো সেই সুমধুর 'গৎ' লেগে রয়েছে। আমরা সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম।

রাজা বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লে, থামো।

এই সময় হঠাৎ বেঁটে-গোবিন্দ এসে হাজির হ'লো। রাজার সুমুখে এসে হাত ছড়িয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, ডাইনী-বুড়ি, ডাইনী-বুড়ি। হায় হায়—শেষ পর্য্যন্ত সেই আবার ওদের নিয়ে পালালো!

—কী ক'রে নিয়ে গেলো। রাজা প্রশ্ন ক'র্‌লে।

—ঝুড়ির মধ্যে ক'রে। সে ওদের জোর ক'রে ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে ব্যাগ্‌পাইপ বাজাতে বাজাতে গেছে—যাতে ওদের চীৎকার কেউ শুন্‌তে না পায়।

এই ব'লে বেঁটে-গোবিন্দ তার মাথার চুল ছিঁড়্‌তে লাগ্‌লো।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হ'য়ে রইলো।

রাজা কলুই খানিকক্ষণ পরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, ও ঠিকই ব'লেছে। কিন্তু তোমাদের ব'লে রাখ্‌ছি, ওদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়ে আনতে পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত

কারুর বিশ্রাম নেই। হ্যাঁ, এই যে একজন আসছে, সে আমাদের এই সময়ে সাহায্য ক'র্‌তে পারে। এসো, এসো, নাইট্—তোমার কাছে কোনো খপর আছে?

নাইট্ ঘর কাঁপিয়ে ব'ল্লে, মহারাজ, সেই দৈত্যটাকেও আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। সেও পালিয়েছে।

—সেও পালিয়েছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ মহারাজ।

—আচ্ছা তুমি এখন ব'সো। দেখ্‌ছি ভারী ক্লান্ত তুমি।

কলুই রাজার রাজ্য হ'তে বহু মাইল গিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে ডাইনী-বুড়ি ভার বোঝাই গাধাটাকে লাঠির দ্বারা আঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে ছিল। তার পাশে চ'লেছে কড়কড়ী দৈত্য। কাঁধে তার মস্ত একটা বোঝা আর মস্ত একটা কুড়ুল। তাদের চতুর্দ্দিকে চ'ল্‌ছিল, ডাইনী-বুড়ির কালো কালো বেড়াল।

একটা নিরাপদ জায়গায় এসে ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ। এই ব'লে তার গায়ের আবরণ ফেল্লে খুলে—সেজে ছিল পুরুষ। সুতরাং একে একে পুরুষের বেশ গুলো খুল্লে। দাড়িটাও খুলে ফেল্লে। ব'ল্লে, এখন দেখা যাক্ ঝুড়ির ভেতরের ব্যাপার কি?

কড়কড়ী দৈত্য বল্লে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা যাক্।

—তুমি দূরে স'রে যাও। ছুঁয়োনা।

এই ব'লে ডাইনী-বুড়ি একটা ঝুড়ির ঢাক্না খুলে ঠাট্টা ক'রে ব'ল্লে, কিহে সুবোধ ছেলে কি খপর? কেমন আরাম লাগ্ছে বলো দিকিন্?

অরিন্দম মাথা উঁচু ক'রে ডাইনী-বুড়ির দিকে ভয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে তাকালে।

ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, বেরিয়ে এসে বেড়াও। আবার ব'ল্লে, দাঁড়াও। আগে তোমার হাত তোমার পেছনে বেঁধে দি'।

অরিন্দমকে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে ডাইনী-বুড়ি শেলীকেও মুক্তি দিলে। অর্থাৎ তাকেও ঝুড়ি থেকে নামালে।

অরিন্দম, শেলীর একটু কাছে এগিয়ে আসতেই ডাইনী-বুড়ি চীৎকার ক'রে উঠ্লো, তফাৎ যাও। তুমি একদিকে, ও একদিকে থাক্বে। এখন চ'ল্তে সুরু করো।

তারা আবার চ'ল্তে লাগ্লো। কড়্কড়ী দৈত্য তাদের পেছন পেছন কাঁধে বোঝা চাপিয়ে আর গাধাটার মুখ ধ'রে আসতে লাগ্লো।

প্রায় আধঘণ্টা চ'ল্তে লাগ্লো নীরবে। ডাইনী-বুড়ি সহসা সন্তুষ্টচিত্তে ব'ল্লে, বৎসগণ, চেয়ে দেখো, আমরা এখন কোথায় উঠ্বো।

ওর কথায় অরিন্দম ও শেলী মুখ তুলে চেয়ে দেখ্লো। তাদের সামনে পাহাড়। এর ওপর ওঠা ভারী কঠিন ব্যাপার। এতো বন্ধুর যে, বলা যায় না।

ডাইনী-বুড়ি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো, ব'ল্লে, এর ওপর দিয়ে আমরা একটা অতি সুন্দর পথে গিয়ে পৌঁছবো। এর ওপর একটা সুড়ঙ্গ আছে। আমরা সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে একটা বাড়ীর মধ্যে যাবো।

এই সময়ে কড়্‌কড়ী হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। হায় হায় একটা বেড়ালকে যে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলো সে?

ডাইনী-বুড়ি এদিক্-ওদিক্ চেয়ে রেগে ব'ল্লে, বোকা কোথাকার; চেয়ে দেখ্, পেছনে কে আসছে!

কড়্‌কড়ী চেয়ে দেখ্‌লো। ভয়ে ব'ল্লে, সর্ব্বনাশ! আবার সেই বেঁটে ব্যাটা পেছন নিয়েছে!

শেলী এবং অরিন্দমের ভারী আনন্দ হ'লো। অনেকটা দূরে তারা দেখতে পেলে, একটা কালো রংয়ের বেড়াল ছুটে আসছে, আর তার পেছন পেছন বেঁটে মত কে একটা লোকও ছুটছে। তারা ভাবলে, ও বেঁটে-গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। তাদের ভয়ের বোঝা নেমে গেলো।

কড়্‌কড়ী ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে, আমি ওর কিছুই ক্ষতি ক'র্‌তে পার্‌বো না। চাই কি, ও এলে আমাকে আর রেহাই দেবে না। ওরে বাবারে কি হবে আমার?

ডাইনী-বুড়ি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ব'ল্লে, নাড়ুগোপাল আর কি! ভয়েই মরে গেলো।

কড়্‌কড়ী দৈত্য ডাইনী-বুড়ির কাছ থেকে তাড়া খেয়ে নিজেকে সম্‌জিয়ে নিলে। ব'ল্লে, চলো আমরা আর একটু ঘন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। যেমনি সে এদিকে আসবে, অমনি আমি তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে……

ডাইনী-বুড়ি আবার তাকে তাড়া দিয়ে ব'ল্লে, এদিকে এসো। আমি যা বলি তাই করো, নইলে আমিই তোমাকে খুন ক'র্‌বো।

এই ব'লে ডাইনী-বুড়ি গাধার দড়িটা ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে চ'ল্লো। সকলে তাকে অনুসরণ ক'র্‌লে। কিন্তু এই সময়ে কড়্‌কড়ী দৈত্য একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌লো। সে গাধাটার মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো! যেমনি করা, অমনি গাধাটাও স্বভাববশতঃ ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। কড়্‌কড়ী রাগের চোটে লাগামটার সঙ্গে যুক্ত লম্বা দড়িটা ধ'রে টেনে গাধাটাকে সামনের দিকে আনবার চেষ্টা ক'র্‌তেই, দড়িটা ফটাস্‌ ক'রে ছিঁড়ে গেলো, আর গাধাটা মার্‌লে চোঁ-চোঁ দৌড়—দৌড় ব'লে দৌড়—একেবারে রাম দৌড়।

ডাইনী-বুড়ি ব'ল্লে, কি ক'ল্লে হে? এখন, ও তো জানতে পার্‌বে, আমরা এখানে আছি।

—কোনো ক্ষতি হয় নি। চুপ্‌—বেঁটে-গোবিন্দ এখুনি এখানে আমাদের খুঁজ্‌তে আসবে। দেখো, তুমি যদি গোল করো, তবে আক্রমণ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

ডাইনী-বুড়ি নিজেকে সংযত ক'রে চুপ্ ক'রে গেলো। সে ছেলেমেয়ে ছু'টোকে টেনে নিয়ে গেলো গাছের ঘন আড়ালে। কড়্‌কড়ী দৈত্য হাসিমুখে আড়াল থেকে একটা গাছের ডাল ধ'রে তৈরী হ'য়ে রইলো।

—কড়্‌কড়ী দৈত্যর মৃত্যু—

বেঁটে-গোবিন্দ এদিক্-ওদিক্ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গাছ-গুলির নীচে এসে দাঁড়িয়েছে, ডাইনী-বুড়ি কড়্‌কড়ী দৈত্যকে খুব ক'রে উৎসাহ দিতে সুরু ক'র্‌লো।

কড়্‌কড়ী দৈত্যর দিকে নজর দেওয়াতে কিছুক্ষণের জন্যে শেলী ও অরিন্দমের ওপর থেকে ডাইনী-বুড়ির দৃষ্টি চ'লে গিয়েছিল। এই অবসরে অরিন্দম হাতের বাঁধন কায়দা ক'রে খুলে ফেল্লে। নিজের হাতের বাঁধন খুলে ফেলেই তড়িৎগতিতে শেলীর কাছে গিয়ে তারও পায়ের বাঁধন দিলে খুলে। তারপর—তারপর তারা ছু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে ছুট্‌তে লাগ্‌লো বন্‌বন্ ক'রে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে তারা এসে প'ড়্‌লো বেঁটে-গোবিন্দর কাছে। অরিন্দম হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, গাছের মধ্যে লুকিয়ে পড়ো—কড়্‌কড়ী আসছে।

শুনে বেঁটে-গোবিন্দ লাফিয়ে গাছের আশ্রয়ে এলো।

সে তার তীর-ধনুক প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌লে। ওদের ব'ল্লে, তোমরা শুয়ে পড়ো—চেঁচিও না।

শেলী ব'ল্লে, কড়্‌কড়ী আসছে যে। চলো না আমরা দৌড়ে পালাই।

—না না! তোমরা চুপ্‌ ক'রে শুয়ে থাকো।

কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। তারপর একসময়ে তারা কড়্‌কড়ী দৈত্যর কলরব শুনতে পেলে।

কড়্‌কড়ী দৈত্য এদিকে এগিয়ে এলো। ব'ল্লে, তুমিই বেঁটে-গোবিন্দ, না?

বেঁটে-গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে উত্তর ক'র্‌লে, হ্যাঁ।

কড়্‌কড়ী দৈত্য বল্লে. দেখো, তুমি এখান থেকে দূর হ'য়ে যাও। আমি ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনা ক'র্‌বো 'খন।

—ধন্যবাদ। বেঁটে-গোবিন্দ সেইভাবেই ব'ল্লে।

—দেখো, যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলো। এসো আমরা নিরিবিলিতে কথাবার্ত্তা ব'লি। আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব আনা খুব খারাপ। মুক্ত স্থানে চলো। সেখানে আমরা আলাপ ক'র্‌বো।

—অতি উত্তম! চলো, কোথায় যেতে হবে।

—এদিকে এসো।

—আমি যাবো না। ব'লে সে ঘুরে অন্য পথে গেলো!

খানিকটা পরে দেখা গেলো, গাছের ডাল ধ'রে কড়্‌কড়ী অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

বেঁটে-গোবিন্দ ওর উদ্দেশ্য ধ'রেছে। গাছের এপাশ থেকে দাঁড়িয়ে শাঁ শাঁ ক'রে দু'টো তীর ছুঁড়লে, ওর পেট লক্ষ্য ক'রে। অব্যর্থ হ'লো লক্ষ্য। কড়্‌কড়ী দৈত্যের বিরাট দেহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মাটিতে গড়িয়ে প'ড়্‌লো।

কড়্কড়ী ইহলীলা সম্বরণ ক'র্লো।

ওরা দু'জনে, মানে অরিন্দম আর শেলী তখন বেঁটে-গোবিন্দর কাছে ছুটে এসে দু'পাশ থেকে দু'জনে জড়িয়ে ধ'র্লো তাকে! বেঁটে-গোবিন্দ ওদের পিঠচাপড়ে অভয় দিয়ে হঠাৎ যেনো লাফিয়ে উঠ্লো। ব'ল্লে, ডাইনী-বুড়ি কৈ, ডাইনী-বুড়ি?

অরিন্দম দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'ল্লে, ঐ যে ঐ যাচ্ছে!

বেঁটে-গোবিন্দ হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্লো। হঠাৎ একসময়ে সে চীৎকার ক'র্লে, দেখো দেখো।

ওরা দেখ্লে, ডাইনী-বুড়ি পাহাড়ে উঠ্ছে ক্ষিপ্রগতিতে আর তার পেছনে চ'লেছে কালো বেড়ালের বাহিনী।

বেঁটে-গোবিন্দ ধার ঘেঁসে ওপর দিকে তীর ছুঁড়্তে লাগ্লো। একটার পর একটা, তারপর একটা—এমনি ক'রে অনেকগুলি তীর সে ডাইনী-বুড়িকে লক্ষ্য ক'রে ছাড়্লে; কিন্তু দূরত্ব বেশী থাকাতে তীর সেখানে গিয়ে পৌঁছল না। ডাইনী-বুড়ি খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে এক অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাহাড়ের ওপরেই তর্তর্ ক'রে উঠ্তে লাগ্লো।

এই সময়ে হঠাৎ বহু লোকের পায়ের শব্দ এবং হৈ-হৈ রব শোনা গেলো। বেঁটে-গোবিন্দ ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্লে—বেঁটেদের দলপতি এবং রাজা কলুই দলবল নিয়ে এগিয়ে

আসছে। ওরা তিন জনেই হাত নেড়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে ওদেব দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্তে লাগ্লো।

দলপতি ও রাজা কলুই ওদেব কাছে এসে কড়্কড়ীব মৃত দেহ দেখ্লে। বেঁটে-গোবিন্দ ব'ল্লে, কিন্তু ডাইনীটা পালিয়েছে।

কলুই রাজা ব'ল্লে, পালিয়েছে? কোথায়, কোন্ পথ দিয়ে? বেঁটে-গোবিন্দ পথ দেখিয়ে দিলে। অমনি রাজাব আদেশে এক সঙ্গে হাজার হাজার তীর হাজার হাজার ধনুক থেকে ছিট্‌কে ওপব দিকে উঠ্তে লাগ্লো। আকাশ বাতাস তীরে তীরে অন্ধকাব। ডাইনী-বুড়ি পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে গিয়ে পেঁছেছে। সুতবাং একটা তীবও ওব গায়ে লাগ্লো না।

বেঁটে-দলপতি হুকুম ক'র্লে, ফায়াব। অমনি এক সঙ্গে সহস্র বন্দুক গর্জ্জে উঠ্লো। পাহাড় উঠ্লো কেঁপে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

ধোঁয়া উড়ে গেলে বেঁটে-দলপতি ব'ল্লে, ডাইনীটা কৈ? কলুই রাজা তাব টেলিস্‌কোপ্‌টা ওর হাতে দিয়ে ব'ল্লে, ঐ পাহাড়ের একেবাবে ওপবে কি একটা প'ড়ে রয়েছে স্থির হ'য়ে।

বেঁটে-দলপতি টেলিস্‌কোপ্ চোখে দিয়ে দেখে ব'ল্লে, হ্যাঁ আপনি ঠিকই ব'লেছেন। ডাইনী-বুড়িই মরে প'ড়ে আছে।

সকলে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্লো।

বেঁটে-দলপতি ব'ল্লে, মহারাজ, গোবিন্দ যথেষ্ট সাহ
আর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। ও কড়্‌কড়ী দৈত্যকে
বধ ক'রেছে।

এ'কথা শুনে রাজা ভারী খুশী হ'লো। নিজের গলা
বহু মূল্যবান মুক্তার হার বেঁটে-গোবিন্দের গলায় প
দিলে।